

श्रिवित विवय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 28 Issue ● 29 January, 2022, Saturday ● ১৫ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রেস রিলিজ

'আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন'। জম্পুইজলার বৃদ্ধিবাজারে প্রবীণ জনজাতি রমণী গোপীস্বারি জমাতিয়ার উচ্চারিত এই বাক্যে, অপ্রস্তুত মুখ্যমন্ত্রীর চোখে মখে যেন পরম প্রাপ্তির ছাপ। শুক্রবার সুচি অনুযায়ী টিএসআর সপ্তম ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার সহ বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সফরের মাঝেই, জম্পুইজলাস্থিত বৃদ্ধি বাজার কোম্পানি প্ল্যাটুন সংলগ্ন বাজার পরিদর্শন-সহ উপস্থিত ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন মখ্যমন্ত্ৰী। তখন হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে এক কোনে নিশ্চপ দাঁডিয়ে তাকিয়ে থাকা জনজাতি রমণী গোপীস্বারি জমাতিয়ার দিকে চোখ পড়লো মুখ্যমন্ত্রীর। কাছে গিয়ে কথা বলতেই নিজের ব্যাগ খলে দেখালেন সহজ সরল ঐ প্রবীণ মহিলা। বাজার-সহ ব্যাগে তার

১০০ টাকা। নিঃস্বার্থভাবে

প্রশাসনে

এসআরসি

জেকেরাজ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।।

মহাকরণে কান পাতলেই শোনা যায়

দুই অফিসারের গিঁটেই বন্দি

প্রশাসন। তারাই রাজ্যে প্রধানের

কান-চোখ হয়ে উঠেছেন বলে

অভিযোগ। একজন পুরানো

অফিসার, আরেকজনেরও নয় নয়

করেও দেড় দশকের বেশি হল

চাকরিতে। সিনিয়রের পাশে

জুনিয়ররাজ চলছে। কিছুদিন আগে

দেবজিৎ রায় নামে এক টিসিএস

অফিসারকে সাসপেভ করা

হয়েছিল সামান্য কিছু ভূলের জন্য।

প্রশাসনের ভাষায় সেসব ভুলকে

বলা হয় 'মাইনর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ

এরর'।এসব ভল হয়েই থাকে।কিন্তু

দেবজিৎ নাকি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের

ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, ফলে দেড

দশকের অফিসার নিরাপত্তাহীনতায়

ভূগতে ভূগতে, নিজের 'পজিশন'

টলে যাবে আশঙ্কায় কলকাঠি নেড়ে

তাকে সাসপেভ করার ব্যবস্থা

করেছিলেন বলে অভিযোগ। তবে

এই সাময়িক বরখাস্তের কারণ

যথেষ্ট দুর্বল হওয়ায় কয়েকদিনের

মধ্যেই তা তুলে নেওয়া হয়।

সচিবালয়ে এই নিয়ে মুখ টিপে

হাসাহাসিও হয়েছে। সাধারণ

প্রশাসনের এই উচ্চশিক্ষিত দেড়

দশকের অফিসার আবার তাদের

সংগঠনের মোড়ল। সেই মোড়লগিরি

চলে নতুন টিসিএস অফিসারদের

পোস্টিং • এরপর দুইয়ের পাতায়

আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন '। মুখ্যমন্ত্রীর মত গরিমাপূর্ণ আসনে বসা ব্যক্তিত্ব

অকপটেই বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী, নিহিত ছিল হাজারও গভীরতা। জনজাতিদের আর্থ সামাজিক জীবনমান, উন্নয়নের অসার স্বপ্ন দেখিয়ে এই সহজ-সরল জনজাতি অংশের মানুষকে দীর্ঘকাল করে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছবিও ছাপা হয়েছে, কীভাবে তিনি

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু এই জনজাতি রমণীর ছোট্ট কথাটি যেন এক বিশাল প্রাপ্তি। তাঁর এই কথায় বাজার ভর্তি মানুষও 'থ' বনে যান। কথাটি ছোট্ট হলেও তার মধ্যে

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।।

প্রজাতন্ত্র দিবসে যেভাবে জাতীয়

পতাকা তুলে ধরতে হয়, সেই নিয়ম

না মেনে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি

ডাঃ মানিক সাহা প্রদেশ অফিসের

সামনে রাস্তার সরকারি জায়গায়

জাতীয় পতাকা তুলেছেন। নিয়ম

না মেনে জাতীয় পতাকা'র

অবমাননা করেছেন, সেই নিয়ে

খবর হয়েছে প্রতিবাদী কলম

পত্রিকায়। তাতে 'রাষ্ট্রবাদী'

বিজেপি রাজ্য সভাপতি 'অধ্যাপক

(ডাঃ) মানিক সাহা'র গোসা

হয়েছে। শুক্রবারে 'রাষ্ট্রবাদী'

বিজেপি রাজ্য সভাপতির হাতে

জাতীয় পতাকা'র অবমাননা'

শিরোনামে প্রকাশিত খবরের জন্য

'তীব্র প্রতিবাদ পত্র' দিয়েছেন। তিনি

লিখেছেন যে, খবরটি 'সম্পূর্ণ মিথ্যা,

মনগড়া এবং বদউদ্দেশ্যে সত্যের

অপলাপ মাত্র'। খবরটির সাথে

রাখা হয়েছিল উপেক্ষিত। নিঃ স্বার্থভাবে তাদের বিশ্বাস. রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। দীর্ঘ কয়েক দশকেও বিগত শাসকরা ভাগ্যবদল করতে পারেনি

প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকাদণ্ডের

নীচের দিকে থাকা জাতীয় পতাকা

টেনে তুলছেন, সেভাবে স্বাধীনতা

দিবসে করার নিয়ম, প্রজাতন্ত্র দিবসে

নয়। ২৬ জানুয়ারিতে জাতীয়

পতাকা পতাকাদণ্ডের মাথার দিকেই

বাঁধা থাকবে, দড়ির টানে তা খুলে

দেওয়ার নিয়ম। বিস্তৃতই সেসব

লেখা হয়েছে, তারপরে ডাঃ সাহা'র

'তীব্র প্রতিবাদ পত্র' আবারও প্রমাণ

করে দিয়েছে যে ডিগ্রি হাসিল

করলেও, শিক্ষিত হতে পারেননি,

তিনি কুশিক্ষিত হয়েছেন। শিক্ষিত

হলে জাতীয় পতাকা নিয়ে তার

ছিনিমিনি খেলা'র বিষয়ে এই খবর

বের হওয়ার পর লজ্জায় মাথা হেঁট

হয়ে আসার কথা ছিল। জাতির

কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা ভিক্ষা করার

কথা ছিল। সেটা না করে উল্টে সুর

চড়িয়েছেন। তিনি সম্পাদকের

'ক্ষমা প্রার্থনা' চান। ছবি দিয়ে খবর

ট হওয়ার বদলে

কর প্রতিবাদ পত্র

উন্নয়ন তো দূর, পরিশ্রুত পানীয় জল পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি। মহিলাদের হাতে টাকা থাকা তো দুরস্থ, দু'বেলা অন্নের জোগান করাই ছিল কষ্টকর। বর্তমান সরকারের সময়েই ভাগ্যবদল হতে শুরু করেছে জনজাতি অংশের মানুষদের। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত গোপীস্বারি জমাতিয়া। ব্যাগে রয়েছে টাকা। জীবন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই প্রবীণ রমণী নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানালেন, আপনিই তো আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন'। জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যব্যাপী। আগে অধিকাংশ মহিলাদের কাছে ছিল না টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে ১৩'শ কোটি টাকার প্যাকেজ জনজাতিদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বদলে এরপর দুইয়ের পাতায়

করা হয়েছে, ভিডিও আছে,

তারপরেও খবরকে 'মিথ্যা' বলার

ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। এই রকম

কাজের পর জাতীয় পতাকা

অবমাননার জন্য তার বিরুদ্ধে

যেখানে আইনি ব্যবস্থা প্রয়োগ করার

দরকার রাষ্ট্রের, সেখানে ডাঃ সাহা

নিজের অপরাধকে আড়াল করতে

খবরকেই 'মিথ্যা' বলে উল্টো

দোষারোপ করার চেষ্টা করেছেন।

তাতে তার মুর্খতাই শুধু নয়, শাসক

দলের ক্ষমতার ডাঁটে অশিষ্টতা,

উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। শাসকের

ক্ষমতার অপব্যবহারে তিনি হয়ত

মামলাকে পেছনে ঠেলে দিতে

পারছেন, তবে যে ছবি ছাপা

হয়েছে, যে ভিডিও আছে, সেটা

মানুষের আর্কাইভে থাকছেই,

সেখান থেকে মাঝে মাঝেই হয়ত

বেরিয়ে পডবে। ভবিষ্যতে তৈরি

থাকবে জাতীয় পতাকা'র এই

অপমানের আখ্যান। জবাব না

দেওয়া কোনও ইতিহাস নেই।

প্রতিবাদী কলম নীতি মেনে

সম্পাদককে লেখা পুরো প্রতিবাদ

পত্রটিই ছেপে দিচ্ছে: "মহাশয়,

আপনার দৈনিক 'প্রতিবাদী কলম'

সংবাদপত্রে ২৮ শে জানুয়ারি ,

২০২২ ইং সংখ্যায় 'রাষ্ট্রবাদী

বিজেপি রাজ্য সভাপতির হাতে

জাতীয় পতাকা'র অবমাননা' শীর্ষক

সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট

হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ

এরপর দুইয়ের পাতায়

মিথ্যা,

১২ বছরে স্নাতক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিভিন্ন স্তবের শিক্ষকদের সিনিয়রিটির সম্ভাব্য সংশোধিত তালিকা তৈরি করেছে শিক্ষা দফতর। মোট ৪১৫৬ জনের সেই তালিকা সংশোধন, ইত্যাদির জন্য জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে, টিটিএএডিসি'র সংশ্লিষ্ট অফিসারকেও পাঠানো হয়েছে। কারও কোনও বক্তব্য থাকলে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে তা জানাতে হবে। শনিবারের মধ্যেই তালিকা শিক্ষা দফতরে ফেরত আসবে সংশোধন-সহ। সংশোধন কত করতে হবে, কতজনের জন্য দরকার , তা জানা যায়নি, তবে তালিকার প্রথম শিক্ষক ও তার স্নাতক হওয়ার বয়স, চাকরিতে যোগ দেওয়ার বয়স, ইত্যাদি অস্বাভাবিক। তালিকার প্রথম নাম কালীপদ চক্রবর্তী। তালিকা অনুযায়ী তিনি জন্মেছেন ১৯৬৮ সালে। স্নাতক হয়েছেন বলে যে বছরের কথা লেখা হয়েছে, তখন এই তালিকা অনুযায়ী বয়স ১২ বছর, চাকরিতে যোগ দিয়েছেন ১৩ বছর বয়সে। তালিকায় 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

নিখোঁজ সঞ্জীব

১৩ বছরে চাকরি

ঘরে ফিরলেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। কমলপুর-খোয়াই অঞ্চলে একটি পাহাড়ি সড়কে নেমে পড়েন। বাড়ি ফেরার তাড়নায়, পাহাড়ের পথ ধরেই কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে থাকেন। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও, গত ২১ তারিখ নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর. শুক্রবার এভাবেই বাড়ি ফিরে এলেন এক শ্রমিক। সঞ্জীব দেববর্মার নিখোঁজ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার ঘটনাটি গোটা এলাকায় শান্তি এনে



मिराराष्ट्र। घरतत (ছरण घरत ফিরলো। তবে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে ফিরেছে। শুক্রবার বেশ কয়েক দিন নিখোঁজ থাকার পর, অবশেষে কমলপুর থানাধীন অপরেশকর এলাকায় নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন নিখোঁজ সঞ্জীব দেববর্মা। শহরের যোগেন্দ্রনগর এলাকায় নির্মাণ কাজে এসে শ্রমিকদের অস্থায়ী ঠিকানা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান সঞ্জীব। যে অস্থায়ী ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘর থেকে এক ভোরে বেরিয়ে যাওয়ার পর, তাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। বাকিটা আর কিছুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগম মেয়র -ইন -কাউ ন্সিল'র মিটিং ডেকেছেন শনিবারে। আদালত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর দ্রুত নিগমের কমিশনার হওয়া ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব সেই মিটিং'র নোটিশ জারি করেছেন। আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পুর কর্মচারীদের অ্যাডহক প্রমোশন, একজন এগ্রজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো, পাম্প অপারেটর নিয়োগ ছাড়াও 'ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট পোস্ট' পুরণ করার বিষয়ও আছে। এই খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই নিগমের অনিয়মিত কর্মচারীদের মনে অজানা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাদের কারও কারও বক্তব্য, বহুদিন ধরে তারা চুক্তির ভিত্তিতে বা অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন, এখন বিভিন্ন পদে সরাসরি নিয়োগ হলে তাদের ভবিষ্যৎ

কাজ করার পর তাদের যদি নিয়মিত না করা হয়, তবে তাদের এখন আর কিছু করারই থাকবে না। তারা আরও আশঙ্কা করছেন যে, তারপর তাদের না ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। আশঙ্কার মধ্যে এটাও আছে যে, একসময় আগরতলা পুর সংস্থায়

বেশ কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল একেবারেই বেআইনিভাবে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় তাদের চাকরি চলে যায়, সেই সময় পুর সংস্থা কংগ্রেসিদের হাতে ছিল, এখনকার মেয়র দীপক মজুমদার তখন কংগ্রেস দলে। পরে তিনিও এই সংস্থার প্রধান হয়েছিলেন প্রাপক বা চাকরি হারানোদের কোনও হিল্লে করেননি, সেরকম আইনি ভিত্তিহীন কোনও চাকরি আবার হয় কিনা। নাম প্রকাশে অনিচছুক একজন অভিযোগ করেছেন, ইতিমধ্যেই নেতাদের ধরাধরি, ম্যানেজ শুরু হয়ে গেছে চাকরি নিয়ে। নিরপেক্ষ কোনও সংস্থা দিয়ে নিয়োগের দাবিও উঠছে। বিভিন্ন নিয়োগ ইত্যাদি বিধানসভা ভোটের মুখে বেকারদের জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। তাছাডা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাকে দিয়ে করানো হবে, সেই সংস্থা নির্বাচন করার বিষয় আছে আলোচনায়। ক্যাজ্য়াল গ্রুপ-সি কর্মচারীদের টিফিন অ্যালাউন্স দেওয়ার বিষয়ে কথা হবে। বিভাগ নিজেই কাজ করাবে, কম্যুনিটি টয়লেটের জায়গা নির্বাচন ইত্যাদি আলোচনায় থাকবে।



বিজেপি দলে যোগদান অব্যাহত। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে উদগ্রীব, তারাই, রাজ্যে প্রথমবারের মতো আয়ুষ্মান কার্ডের সহায়তায় বিনামূল্যে সম্পন্ন হওয়া ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য একটিও প্রশংসা বাক্য উচ্চারণে ব্যর্থ। বিভ্রান্তিকরণ অপপ্রচার উপেক্ষা করে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিদিন মানুষ নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। শুক্রবার গোলাঘাঁটি মন্ডলের অন্তর্গত শ্যামনগর পাড়ায় ২১০ পরিবারের ৭২১ জন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। একথাণ্ডলো বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বদাল হয়েও কারায় রাজত্ব চালাচ্ছেন পিন্টু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। তার কার্যক্ষমতা আর তাকে ঘিরে থাকা রহস্য জাল যেন ছোট গল্পের মতো। ছোট গল্পের রেশ যেমন শেষ হয়েও হইল না শেষ, ঠিক তেমনি কারা দফতরেও যেন পিন্টু দাস একমেবদ্বিতীয়ম্। কারা দফতর থেকে তিনি বদলি হয়েছেন কিন্তু নতুন কর্মস্থলে যোগ দেননি। বদলি হওয়ার পরেও ওএসডি পিন্টু দাস এখনও কারা দফতরের সর্বভূতে বিরাজমান। ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকলেও কারা দফতরের প্রতিটি ফাইল চলাচল যেন পিন্টুবাবুর ইশারাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কোথায় কে বদলি হবেন কিংবা বদলি হওয়ার পর নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন কি দেবেন না, সেইসব কিছু এখনও পর্যন্ত পিন্টুবাবু নজরদারি করছে। যে কারণে তিনি ওএসডি পিন্টু দাসই বদলি হওয়ার পরেও নতুন কর্মস্থলে যোগ দেননি। সঙ্গে রয়েছেন পার্থ আচার্যও। তাকে। ডাইরেক্টরিয়েট থেকে অমরপুর সাব জেলে বদলি করা হলেও উনিও পিন্টুবাবুর মতোই আগরতলায় বসে থেকে ছড়ি ঘুরাচ্ছেন। বদলির পরেও পিন্টু দাস যে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দফতরের অন্যান্য কর্মীরা। অভিযোগ, সবকিছুর পেছনেই পিন্টুর উপর প্রচ্ছন্ন ছায়া রয়েছে আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদারের। তার অভয় ছাড়া পিন্টু দাস এবং অন্যান্যরা বদলির পরেও এভাবে রাজ করতে পারেন না। এর পুরোটাই সম্ভব হয়েছে আইজি প্রিজনের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে। আগরতলার প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েট থেকে ওএসডি পিন্টু দাসকে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনে বদলি করা হয়েছে। পিন্টুবাবু সেই বদলিকে বুড়ো আঙ্জল দেখিয়ে আগরতলায় কাটাচ্ছেন। আর এই ফাকে জেলের যাবতীয় তদন্তকালেও নাক গলাচ্ছেন তিনি।

নাখোশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, জানুয়ারি।। সাব্রুম হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ঘিরে এবার নয়া তরজা শুরু হয়েছে। সাব্রুম শহরের হরি চৌমহনিতে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে ঠিক যে জায়গাটিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ঠিক সেই জায়গাটিতেই শহরের সৌন্দর্যায়নে কোনও মণীষীর মূর্তির স্থাপন সহ বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিলো ২০১৫ সালে। ওই সময়ে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত দখল করেছিলো কংগ্রেস। কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে হয়ে উঠেনি। বর্তমানে বিজেপির দখলে এই নগর পঞ্চায়েত। এলাকার বিধায়কও শাসক বিজেপি দলের দলগতভাবেও তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান।● এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। গত ২১ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ২০০ জন আগরতলা পুর নিগমের ওয়েবসাইটটি দেখেছেন। সরকারের আইটি ডিরেক্টরেটের উদ্যোগে নির্মিত নিগমের এই সাইটটিতে শহর এবং রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে ছবি সহ কয়েক লাইন করে দেওয়া আছে। এই তালিকায় স্থান পেয়েছে শহর তথা রাজ্যের মোট ৩৩টি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এই তালিকা দেখে এখন বিভ্রান্ত হচ্ছেন পর্যটকরা। সম্মানহানী হচেছ নিগম কর্তৃ পক্ষের। কারণ, তালিকায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, রাজ্যে কোনও পর্যটক এলে উনাকে অবশ্যই রোজভ্যালি পার্কে যেতে হবে।'এ মাস্ট ভিজিট প্লেইস'বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে রোজভ্যালি পার্ককে। সম্প্রতি বিয়ে বাড়িতে রূপান্তরিত হওয়া মালঞ্চ নিবাসের ছবিও উক্ত তালিকায় রয়েছে। কুঞ্জবন প্রাসাদ বলে স্থান পেয়েছে পুরোনো 'রাজ ভবন'। কিন্তু এই

নাগরিকদের বা পর্যটকদের নাগালের বাইরে, তা নিগম কর্তৃপক্ষই জানে না। নিগমের নিজেদের ওয়েবসাইটে যে তথ্য

পারেন, এখন করোনা বিধি এবং উক্ত জায়গাগুলো আদতে অস্তিত্ববিহীন। স্বভাবতই নাক কাটা যায় নিগম কর্তৃপক্ষের। নামে স্মার্ট



নিগমের ওয়েবসাইটটি গত ২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ জন দেখেছেন। এতে রোজভ্যালি পার্ককে পর্যটকদের জন্য 'এ মাস্ট ভিজিট প্লেইস' বলা হয়েছে।

রয়েছে, তা এখন বিভ্রান্ত করছে পর্যটকদের। শুক্রবার বিভ্রান্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬ জন পর্যটক। শহরে এসে কারণে কারণে নিগমের ওয়েবসাইট দেখে ওই জায়গাণ্ডলোতে যাওয়ার ইচ্ছে ২৫ বছরে কিছুই হয়নি। যা হয়েছে

সিটি। কথায় কথায়, এশায়োন ডেভলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক আর বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতার ফুলঝড়ি। মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠলে উনারা সুযোগ পেলেই বলে ফেলেন, হত

বছরে। কিন্তু বাস্তবে এই সরকারের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই যে এক কিম্বত ফাঁকি রয়ে গেছে, তা আবারও প্রকাশ্যে এলো। মিউ নিসি পাল আগরতলা কর্পোরেশন তথা আগরতলা পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ধুমধাম করে বৈঠকের পর বৈঠক করছেন। নব নিযুক্ত মেয়র দীপক মজুমদার সুযোগ পেলেই উনার নিগমের কমিশনারকে নিয়ে পথে নেমে পড়ছেন। কিন্তু মেয়র সাহেবের সরকারি ওয়েবসাইটে যে পরিমাণ ভুল তথ্য নানা বিভাগে দেওয়া আছে, তা অনায়াসেই শহরবাসী সহ রাজ্যবাসীকে লজ্জায় ফেলতে পারে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের একটি পর্যটন বিষয়ক এজেন্সি এই পত্রিকা দফতরকে টেলিফোন করে বলে, আগরতলা পুর নিগমের ওয়েবসাইটে 'প্লেইস টু ভিজিট' বলে যে বিভাগটি রয়েছে, তার তথ্যগুলো সব ঠিক নেই। বহির্রাজ্য থেকে পাওয়া টেলিফোনটির পরেই পত্রিকা দফতর আগরতলা পুর

দেখে— মহা কেলেঙ্কারি! শহরের প্রধান আকর্ষণীয় জায়গা কোনগুলো, ছবি সহ তার বর্ণনা দেওয়া আছে ওয়েবসাইটটিতে। আগরতলা পুর নিগমের ওয়েবসাইট হলেও, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে শুধু শহর নয়, রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রুলোর নামও রয়েছে সেখানে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, নিগমের ওয়েবসাইটে এখনও রাজ্য তথা শহরে অবস্থিত সরকারি মিউজিয়ামকে 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ' বলা আছে। বর্তমানে সরকারের প্রধান জাদুঘরটির ছবি দিয়ে মোট ৭ লাইনে প্রাসাদটির ইতিহাস বলা আছে। কোথাও একটি লাইনও নেই যে, এই প্রাসাদ এখন শহর তথা রাজ্যের প্রধান জাদুঘর। একই ওয়েবসাইটে মালঞ্চ নিবাসের কথা বলা আছে। ছবি সহ মালঞ্চ নিবাস সম্পর্কে সকলকে জানাতে গিয়ে নিগম কর্তৃপক্ষ লিখেছেন যে, ওই বাড়িটিতে ১৯১৯ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ • এরপর দুইয়ের পাতায়

সোশ্যাল আড়টে গোঁজামিল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সরকার ভুল। যেহেতু

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বাঘের ঘরেই যেন এবার ধরা পড়লো ঘুঘুর বাসা। যে সোশ্যাল অডিট ইউনিট বিভিন্ন পঞ্চায়েতের খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবার সেই সোশ্যাল অডিট ইউনিটের খুঁত খোঁজার জন্য আরেকটি অডিট কিংবা ভিজিল্যান্স তদন্ত প্রয়োজন। কারণ, ভূত তাড়াবার জন্য যে সরিষা ব্যবহার করা হয়েছে খোদ ভূত সেই সর্যেতেই বাসা বেঁধে আছে। রাজ্য সরকারের সোশ্যাল অডিট ইউনিট সম্প্রতি যে স্পষ্টীকরণ দিয়ে তাদের বক্তব্য জানিয়েছে, সেই বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের দইরকম বক্তব্য গোটা প্রক্রিয়াটিকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দুই সরকারের তরফে দুইরকম তথ্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করছে হয় ত্রিপুরা সরকার ভুল নয়

কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার সেহেতু এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যাবে না চক্রাস্ত করে একটি সরকারকে অপর সরকার ফাঁসিয়ে কারণ একই সঙ্গে দটি সরকারের দ'রকম তথ্য সত্য হতে পারে না। সম্প্রতি রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধীনস্ত সোশ্যাল অডিট ইউনিট সুস্পষ্ট বক্তব্যে জানিয়েছে, চলতি



R9.3.1 Social Audit Action Taken Report

Financial Year: 2021-2022, Issue Type all, State: TRIPURA, District: Gomati

দিয়েছে। আর যদি দুটো তথ্যকেই সঠিক বলে মেনে নিতে হয় তাহলে রাজ্য তথা দেশবাসী নিজেই নিজেদের কে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে ভাবতে হবে।

বছরের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ১১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির মধ্যে মোট ১০৮৭টি প্রতিষ্ঠানের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

 তিনের পাতার পর উত্তীর্ণদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রেই শিক্ষা বিদ্যাজ্যোতি-সহ সরাসরি শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে বহু শিক্ষক নিয়োগের আভাসই পাওয়া গেলো। অন্যদিকে, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে অন্যান্য পদেও নিয়োগ হবে। তবে গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেআরবিটি'র মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে খবর। বিদ্যাজ্যোতিতে ব্যাপক নিয়োগের খবর পাওয়া গেছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সময়ের মধ্যে আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেকার ইস্যুতে সকলেই সরব। রাজনৈতিকভাবে বিরোধীরা শাসকদলের দিকে আঙুল তুলে দাবি করছে, এ আমলে চাকরির দরজা বন্ধ। কার্যত শিক্ষা দফতরে যেন চাকরির মেলা চলছে!

সুযোগ

অভিযোগস্ত্রীর

 তিনের পাতার পর অভিযুক্তের বাড়িতে ছুটে যায়। কিন্তু পুলিশ যাওয়ার আগেই অভিযুক্ত বাড়ি থেকে সরে যায়। সেই অভিযুক্ত স্বামী বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ তার স্ত্রীর। বিভিন্ন ঘটনার কারণে তার স্বামীকে টিএসআরের চাকরি হারাতে হয়েছিল। সূত্রে খবর, কোন একটি মামলায় সে প্রভুরামপুরেও রাত কাটিয়েছে।দাবি উঠছে, পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

প্রতিবাদ পত্র

 প্রথম পাতার পর এবং বদউদ্দেশ্যে সত্যের অপলাপ মাত্র। এই সংবাদের মাধ্যমে আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতি পন্ন

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার তিন দশকের অধিক সময়কালের সার্বজনীন জীবনকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা বলে মনে করি এবং সংবাদ পরিবেশনের আগে সত্যতা যাচাই করার জন্য আমার সাথে কোন আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এই ধরণের মিথ্যা, মনগড়া ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। দৈনিক প্রতিবাদী কলম'র সম্পাদক হিসেবে আপনার কাছ থেকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা সহ আমার এই প্রতিবাদ পত্র সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করার প্রত্যাশা রইল। অন্যথায় উপযুক্ত আদালতে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। ইতি, অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা সভাপতি/বিজেপি,ত্রিপুরা প্রদেশ। 'জাতীয় পতাকা'র অবমাননা, নিয়ে খবর, লজ্জায় মাথা হেঁট করার বদলে উল্টো সুর চড়ানো, তারপরেও তারা 'রাষ্ট্রবাদী'! মুখে মুখে এই 'রাষ্ট্রবাদী' লোকেরাই আগে দেশ - পরে দল-তারপর-ব্যক্তি স্লোগান দেন, সহনাগরিককে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা

নাকি রাষ্ট্রবাদী! নগরবাস

দিয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার

ফতোয়া জারি করেন! জাতীয়

পতাকা-ই যাদের হাতে নিরাপদ

নয়, সঠিক মর্যাদা পায় না, তারাই

ব্যবসায়ীদের এবং নাগরিকদের প্রত্যাশা ছিলো এই জায়গাটিকে সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে সাব্রুম শহরকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলবে নগর পঞ্চায়েত। এ কাজে বিধায়ক সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবেন। যাতে করে স্বাস্থ্য দফতর, পূর্ত দফতর এবং নগর পঞ্চায়েত হাতে হাত রেখে এই সৌন্দর্যায়নে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু ২০১৫ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন নগর পঞ্চায়েত শহর সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নিয়েছিলো সেহেতু বর্তমান নগর পঞ্চায়েত বলা ভালো বিধায়ক শংকর রায়ও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে ইট, সিমেন্টের দেওয়াল নির্মাণেই বেশি উৎসাহী হয়েছেন। আর এতেই সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ আর চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য, এই স্থানটিতে দেওয়াল নির্মাণের চেয়ে মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ কিংবা অন্যান্য যে কোনও মণীষীর মূর্তি স্থাপন করে ফুলের বাগান এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলা যায়। এতে শহরের সৌন্দর্য্য বাড়বে, দৃষ্টিনন্দন হবে গোটা এলাকা। কিন্তু সেই মানসিকতা দেখাতে পারছে না নগর পঞ্চায়েত। উল্টো বিধায়ক শংকর রায়ের নির্দেশেই জায়গাটিকে ইট ও সিমেন্টের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। যাতে করে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে শহরবাসীর মধ্যে।

সোজা সাপটা

বঙ্গ বিজেপি-র পথেই যেন রাজ্য বিজেপি। তবে বঙ্গে ক্ষমতায় নেই বিজেপি আর এরাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি। দেখা যাচ্ছে, বঙ্গ বিজেপি-তে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দিন দিন বিদ্রোহীর সংখ্যা বাড়ুছে। সরাসরি রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে বঙ্গের বিজেপি নেতারা। দেরিতে হলেও এবার এরাজ্যে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সাংসদ তথা এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে অন ক্যামেরায় বক্তব্য রাখছেন খোদ শাসক দলের বিধায়করা। বলা চলে, রীতিমত বাটপাড়, জুমলাবাজ, স্মাগলার ইত্যাদি নামে নামাকরণ করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে না শাসক দলের বিধায়ক হয়েও তাদের এই সমস্ত কথা বলার পরও শাসক দল চুপ কেন? তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধী দলনেতাকে বিঁধছেন, বিজেপি-র মুখপাত্ররাও মানিক-কে নিশানা করছেন কিন্তু স্বদলীয় বিধায়ক ইস্যুতে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া এখনও দেখা যায়নি। তবে কি শাসক দল কোন কারণে চাপে? তবে কি দলে থেকে এভাবে প্রকাশ্যে বাটপাড়, জুমলাবাজ, স্মাগলার বলার পেছনে অন্য কোন শক্তি কাজ করছে? তবে কি দিল্লির কোন মদত এখানে কাজ করছে? অবশ্য রাজ্যের মানুষ বিভ্রান্ত। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে, কেন এসব হচ্ছে? আশিস কুমার দাস ইস্যুতে শাসক দল যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিল সুদীপ-আশিস ইস্যুতে শাসক দল কি পারবে কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে ? না শাসক দলের অন্দরেই সুদীপ-আশিস সমর্থকরা বসে আছেন। সব মিলিয়ে রাজ্যের মানুষ এখন বিস্মিত যে, দিল্লি ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা একটি দলের অন্দরে কেন এসব হচ্ছে? চার বছরও হয়নি যে সরকারের সেই সরকারের এই দশা কেন?

১৫ দিন আগে এডমিট কার্ড

 ৬-এর পাতার পর

এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। অসংরক্ষিত ২৩টি পদের মধ্যে আবার ১টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য। সর্বোপরি ৫০টি পদের মধ্যে ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। পদগুলো স্থায়ী, গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড। নিয়োগ হবে জিএ (এসএ) দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। তবে, প্রতি মিনিটে সঠিকভাবে ৪০টি ইংরিজি শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার চালানোর জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স ঃ ১৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮-৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। ডিসচার্জড ১০৩২৩ এডহক্ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধর্ব ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। বেতনক্রমঃ পে ব্যান্ড লেভেল ৭ অনুযায়ী। উল্লেখ্য, দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন।

রামকৃষ্ণ ক্লাবের জয়রথ ছুটে চলেছে

ক্লাব কর্তাদের টনক নড়ে। ফের স্থান্য জয় করছে। এদিন উমাকাস্ত ফুটবলে বড শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটানোর মরিয়া চেস্টা শুরু হয়। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে শুরু করে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ ক্লাব। কোচ কৌশিক বিশেষ কয়েকজন ক্লাব কর্তা অক্লান্ত রায়-র বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিপক্ষের পরিশ্রম করেন ফুটবল দলকে নিয়ে। শক্তি বুঝে আক্রমণে যাওয়া। কখনই তার ফলেই এবার দীর্ঘদিন পর প্রথম ব্রহ্মণ খোলা রেখে অলআউট ডিভিশনে খেলছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। শুধু আক্রমণে যান না। এদিনও সেই মেজাজে দেখা যাচ্ছে তাদের। লিগ শুরুর আগে অধিকাংশ ফুটবল বিশেষজ্ঞদের চোখে ফেভারিট ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংঘ, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। লিগের প্রথম ম্যাচেই মুখথুবড়ে পড়ে লালবাহাদুর। আর এগিয়ে চল সংঘকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। একমাত্র ফরোয়ার্ড ক্লাবই এখনও ঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে। তাদের সাথে সমানতালে দৌড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রবীণ, ধনরাজ, সনম শেরপা, সত্যম-দের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণভাগও নির্ভরতা দিচ্ছে। পাশাপাশি বলতে হবে গোলকি পারের কথাও। প্রতিটি ম্যাচেই একাধিকবার দলের পতন রোধ করেছে। শেষ পর্যন্ত লিগে কি হয় তা সময়ই বলবে। তবে অনেকদিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই রামকৃষ্ণ ক্লাব যে চমকপ্রদ ফুটবল

১৩ বছরে চাকরি!

 প্রথম পাতার পর পাতার ১৫ জনের মধ্যে পাঁচ জন স্নাতক হয়েছেন কবে, সেই বছরগুলির উল্লেখ নেই, উল্লেখ নেই কারও ক্ষেত্রে এমএ-র বিষয়। ভুল সংশোধন করার জন্য প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে জানাতে হবে। কালীপদবাবু এখন কোন্ স্কুলে আছেন, সেটাই উল্লেখ করা নেই, জেলা অফিসার কোন প্রধানশিক্ষককে যে জিজ্ঞেস করবেন, কালীপদবাবুর কথা! সংশোধন করতে হলেও ন্যুনতম কিছু তথ্যের দরকার। প্রথম পাতায় আরও একজন শিক্ষকের স্কুলের নাম-ঠিকানা নেই।

 ■ সাতের পাতার পর
 এরপরই
 উপহার দিচ্ছে তা ফুটবলপ্রেমীদের
 গোল আসছিল না। শেষ পর্যন্ত ৭৮ মিনি স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ছকেই খেলা শুরু করে রামকষ ক্লাব। ম্যাচের ২৫ মিনিটে প্রবীণ সুব্বা-র গোলে এগিয়ে যায় রামকৃষ্ণ ক্লাব। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বীরেন্দ্র ক্লাব। দলটি খুব খারাপ খেলেছে এমন নয়। দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াই বেশ উপভোগ্য হলো। ম্যাচের ৩০ মিনিটে প্রীতম সরকার বীরেন্দ্র ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে। এরপরও বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনে সুযোগ আসে। তবে প্রথমার্ধে আর কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে দুইটি দলই কিছুটা হিসাবি ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ গোল যাতে হজম না করতে হয় সেদিকেই নজর ছিল। তাই দুইটি দলই কিছুটা কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবলের দিকে ঝুঁকে। এভাবে সুযোগ তৈরি হলেও

মিনিটে রামকষ্ণ ক্লাবের হয়ে তাদের উত্তরবঙ্গের ফুটবলার সন্ম শেরপা জয়সূচক গোলটি করে। পিছিয়ে থাকা অবস্থায় বীরেন্দ্র ক্লাব অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায়। তবে দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে রামক্ষ ক্লাবের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লো রামকৃষ্ণ ক্লাব। আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট পেয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। রেফারি অভিজিৎ দাস ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দুই দলের চার ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। বীরেন্দ্র ক্লাবের মেনিঙ্গীর হালাম, এলিয়া ডার্লং এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের ভক্তিপদ জমাতিয়া, সুমিত ধানুক হলুদ কার্ড দেখেছে।

প্রভাবশালীরা

• তিনের পাতার পর বজায় রাখে কিনা তার দিকে চেয়ে রয়েছে প্রায় সব মহল। এমনিতেই ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার সামান্য নামলেও মৃত্যু কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না স্বাস্থ্য কর্মীরা। মৃত্যুর তালিকা প্রত্যেকদিন লম্বা হচ্ছে।

বিস্মিত ক্রিকেট মহল

টিসিএ-র অর্থ নিয়ে কেন লুটপাট চলছে এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। প্রতিটি শিবিরের পেছনে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সেই অর্থ দরিদ্র ক্রিকেটারদের দান করলে টিসিএ-র অনেক বেশি প্রশংসা জুটতো। এক আজীবন সদস্য বলেছেন, টিসিএ-র প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনেই একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এই রহস্যের সমাধান অনেকে জানলেও তা প্রকাশ্যে আনবে না। দুর্ভাগ্য, এতে করে রাজ্য ক্রিকেট প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিবিরের নামে এই ব্যবসা মেনে নিতে পারছে না কেউ।

খেলতে পারেন মইন আলি'রা

জানিয়েও দিয়েছে তারা। আইপিএল-এর নিলামে ইংল্যান্ডের ২২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে নিলাম। সেখানে জনি বেয়ারস্টো, মার্ক উড, দাউইদ মালান, অলি পোপ, ক্রেগ ওভারটন, স্যাম বিলিংসের মতো ক্রিকেটাররা রয়েছেন, যাঁরা অ্যাশেজ খেলেছেন। ্রএ ছাড়াও মইন আলি, জস বাটলারদের রেখে দিয়েছে তাদের পুরনো দল। এখন দেখার, কোন্ সময়ে আইপিএল ছেড়ে দেশে ফেরেন বেয়ারস্টেরা।

ঘরে ফিরলেন নিখোজ সঞ্জীব

• প্রথম পাতার পর পারেন না তিনি। কে বা কারা অজ্ঞান করেন সঞ্জীবকে, কারা শরীরি আক্রমণ চালায় তার উপর, কিছুই বলতে পারে না সে। গত দু'দিন আগে তার জ্ঞান ফিরে আসে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, সঞ্জীব বুঝতে পারেন, নেশায় ডুবেছিল সে। শেষমেষ খোয়াই থেকে একটি গাড়ি করে কমলপুর-খোয়াই রাস্তায় একটি পাহাড়ে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন সঞ্জীব। গত বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরেন সঞ্জীব। শুক্রবার সকালে ঘটনার বিবরণ জানাতে গিয়ে রীতিমত কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। নিজের শরীরের ক্ষত চিহ্ন এবং আক্রমণের স্পষ্ট ছাপ দেখাতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহের ভয়াবহতার বিবরণ দেন। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, কিছুই বলতে পারেন না তিনি। এদিকে শুক্রবার তার বাড়ি ফিরে আসার খবর পাঠানো হয় কলেজটিলা আউটপোস্টে। ওই আউটপোস্টেই তার নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ডাইরি করেছিল সঙ্গের কর্মরত শ্রমিকরা।

ব্যতিক্রমী চরিত্রে মুখ্যমন্ত্রী

 তিনের পাতার পর পরিদর্শনকালে প্রথমেই টিএসআর আধিকারিকদের ক্যাম্প হেড কোয়ার্টার, কোম্পানি প্ল্যাটুন পোস্ট সহ বিভিন্ন বিভাগ নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রবাস করার নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ-সহ তাদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণ করতে হবে। টিএসআরদের চাকুরির বয়সসীমা, বিভিন্ন অ্যালাউন্স, রেশন মানি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ইঙ্গিত দেন তিনি। চাকুরিতে নিযুক্ত বিভিন্ন কার্যকালের জওয়ানরা জানান, গত চার বছরে ন্যানতম আট থেকে দশ হাজারের অধিক বেতন বদ্ধি হয়েছে তাদের। এছাড়াও নানান সুযোগ মিলছে। বেড়েছে পোশাকের খরচ। নতুন ধরনের পোশাকের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে মনোবলও। সৈনিক সম্মেলনে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি প্রবাহমান বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে মতবিনিময় করেন। সপ্তম বেতনক্রম, পোশাকে নতুনত্ব-সহ রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বাহিনীর জওয়ানরা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। নিজেদের কর্মদক্ষতায় রাজ্যের বাইরেও সুনাম কুড়িয়েছে এই বাহিনীর জওয়ানরা। সম্প্রতি মহিলারাও এ বাহিনীতে যোগদান করার ক্ষেত্রে ভালো সংখ্যায় আগ্রহী হচ্ছেন। বর্তমানে নিয়োগ ক্ষেত্রে সমস্ত সংকীর্ণতার উধ্বের্ব উঠে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির ফলে যাদের মেধা রয়েছে তারা অনায়াসে চাকুরির সুযোগ পাচ্ছেন। মহিলা সশক্তিকরণ এবং ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। নিজের কন্যাসন্তানদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান হওয়ার জন্য টিএসআর জওয়ানদের প্রতি আহ্বান রাখেন মখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে জওয়ানগণ জানান, ক্যাম্প পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর মত ব্যক্তির সফর জওয়ানদের মনোবলকে আরও অনেক গুণ বাডিয়ে দিয়েছে। এইভাবে কোনো মুখ্যমন্ত্রী ক্যাম্প বা প্ল্যাটুন পর্যন্ত জওয়ানরা কেমন আছেন তা জানার চেষ্টা করবেন, তা কল্পনাতেও ছিলো না। গতানুগতিক কর্তব্য পালনের পাশাপাশি প্রবাহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে টিএসআর জওয়ানদের আরও সজাগ দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, একদা সন্ত্রাসবাদ দমনে এই বাহিনী যেমন পারদর্শিতার নজির রেখেছে তেমনি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনেও কৃতিত্বের ছাপ রাখছে। জওয়ানদের সাথে আলোচনাক্রমে উঠে আসে টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকরা একদিকে যেমন আমাদের অন্নদাতা, তেমনি কৃষক পরিবারের সস্তানরা আমাদের নিরাপত্তা প্রদানেও অগ্রণী। মেয়েদের নির্ধারিত সময়ের আগে বিয়ে না দেওয়া-সহ তাদের উচ্চশিক্ষায় আরও আন্তরিক হওয়ার লক্ষ্যে আহ্বান রাখেন তিনি। টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় রাজ্য প্রলিশ মহানির্দেশক ভিএস যাদব বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর থেকে প্রমাণিত তিনি জওয়ানদের সমস্যা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কতটা আন্তরিক। এই সফর জওয়ানদের মনোবলকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন দিশা-নির্দেশিকা যথার্থ প্রতিপালনে অঙ্গিকারবদ্ধ ভাবে কাজ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। এদিন পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইজি টিএসআর-সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শনের মাঝেই এদিন মখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধি বাজার পরিদর্শন করেন ও ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন।

রোষের মুখে বিজোপ

 তিনের পাতার পর গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। গত পাঁচ বছর ধরে যোগী শাসন দেখেছে উত্তরপ্রদেশ। কাজেই আগামী নির্বাচন লিটমাস টেস্ট হতে চলেছে যোগী তথা বিজেপির কাছে। বিশেষজ্ঞদের একটা বড অংশের মতে, বিজেপির সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ। সেখানের বিক্ষুর কৃষকরা খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারেন নিজেদের হাতে। বিশেষত সেখানের আখ চাষিদের মনে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা রীতিমতো চিন্তায় রাখছে বিজেপিকে। এবার বোঝা গেল, চিন্তার যথেষ্ট কারণও আছে। উত্তরপ্রদেশের আখ মন্ত্রী সুরেশ রানাকে কালো পতাকা

প্রয়াস

 প্রথম পাতার পর ভূমিকা নিচ্ছে। জীবন জীবিকা নির্বাহের এক নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছেন এই অংশের মানুষ। ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ডম্বুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রত্যস্ত কেন্দ্রগুলোকে নির্ভর করে উপার্জনের এক নতুন রসদ মিলেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে স্ব-সহায়ক দলের সংখ্যা প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া মহিলা ক্ষমতায়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একলব্য বিদ্যালয়-সহ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে এসেছে গতি।

দেখালেন জনগণ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১১৩ টি চিনি উৎপাদনকারী সংস্থা মোট ৪৬৫.৩ লক্ষ টন আখ কিনেছে চাষিদের কাছ থেকে। গত বছরের নভেম্বর থেকে এই বিপুল পরিমাণ শস্য কিনেছে তারা। কিন্তু এই শস্যের দাম বাবদ মাত্র ৯১৫৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। যা কিনা চাষিদের প্রাপ্য দামের মাত্র ৬৯.৯ শতাংশ। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও কৃষকের কাছ থেকে শস্য কিনলে তার ১৪ দিনের মধ্যে প্রাপ্য দাম দিতে হয় ক্রেতা সংস্থাকে। স্পষ্টতই যে নিৰ্দেশ কিনা মানা হচ্ছে না এক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, গত মরশুমের মোট ১৫০০ কোটি টাকাও বাকি পড়ে রয়েছে কৃষকদের।কাজেই বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন জননেতারা। শামলীর

বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে রানা বলেন, " আমি এর আগেও বলেছি, আগের সরকারের তুলনায় বিজেপি সরকার অনেকটাই বেশি কৃষক দরদি। এই সরকার রেকর্ড ১৫৫, ৯০০ কোটি টাকা প্রাপ্য মিটিয়েছে কৃষকদের। এমনকি, পূর্বের পাওনাও মেটানো হয়েছে। ২০১৭-১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০ তো বটেই, ২০২০-২১ মরশুমের ৯৬ শতাংশ পাওনাও মিটিয়ে দিয়েছি আমরা। এই মুহুর্তে যা বকেয়া রয়েছে, তাও মিটিয়ে দেওয়া হবে শীঘ্রই। কৃষকদের স্বার্থে নিয়োজিত আমি। এখানে বিরুদ্ধ মতের প্রশ্নই নেই।

উত্তরপ্রদেশের আখ মন্ত্রী সুরেশ

রানাকে কালো পতাকা দেখান

তাঁরই বিধানসভা কেন্দ্রের

এবং ইট ভাটা সমেত ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলি এই ভ্রাম্যমাণ ডিজেল ট্যাংকারের সুবিধা পাবে। শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ আমবাসা মোটরস্ট্যান্ডে এই ট্যাংকারের উদ্বোধন হয় একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যাতে উপস্থিত ছিলেন আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারম্যান মমতা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সুত্রধর প্রমুখ পদাধিকারীরা। বিধায়ক পরিমল দেববর্মা সবুজ পতাকা নেড়ে ছয় কিলো লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই ট্যাংকারের সূচনা করেন। গোটা ধলাই জেলার মানুষ এই ভ্রাম্যমাণ ট্যাংকারের সুবিধা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিধায়ক পরিমলবাবু।

পেট্রোপণ্য

তিনের পাতার পর গ্রাহকদের

পরিষেবা দিতে পারবে না। এটা

আইওসি'র নির্দেশ। মূলত কৃষক

রাজত্ব চালাচ্ছেন পিন্টু

করণিক পার্থ আচার্যের মাধ্যমেই

 প্রথম পাতার পর
 এতদিনকার মৌরসী পাট্টা এবারে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে তা তিনি কোনওভাবেই হতে দিতে চাননি। আর সেই কারণেই জেলের ভেতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার, বদলি কেলেঙ্কারি, কর্মীদের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করা, প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েটের এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা সবই বজায় রেখেছেন তিনি। প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েটের দুই শাগরেদ রিলিজ করা হয়নি। অভিযোগ, সরকার যে নতুন ভাবনাচিন্তা

যাবতীয় ধান্দাবাজি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। করণিক পার্থ আচার্য পিন্ট্বাবুর মতোই দুর্নীতির মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছেন বলে খবর। সম্প্রতি পার্থ আচার্যকে দুর্নীতির অভিযোগেই প্রিজন ডাইরেক্টরিয়েট থেকে অমরপুরের মহকুমা কারাগারে বদলি করা হয়েছিলো। কিন্তু পিন্টু দাসের প্রভাবেই পার্থ আচার্যকে এখনও

বসে থেকে এতদিন ধরে জিইয়ে রাখা দ্রীতি চ্তেন্র সমস্ত তথ্যাবলী সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি বলে অভিযোগ। কারা দফতরের ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েই পিন্টু দাস যেভাবে দুর্নীতির মৌরসী পাট্টা কায়েম করেছেন দফতরে বদলি হওয়ার পরেও তা এখনও পর্যক্ত বজায় রেখেছেন আইজি প্রিজনের প্রশ্রে। তবে বিষয়টি নিয়ে নোডাল অফিসার মিলন দত্ত এবং তাইরেক্টরিয়েটে ঘাপটি মেরে শুরু করেছে তাও সূত্রের খবর।

প্রশাসনে এসআরাস জেকেরাজ!

🏿 **প্রথম পাতার পর** 📉 দেওয়া নিয়ে। তার নেকনজরে যারা আছেন, তারাই নাকি সুবিধাজনক পোস্টিং পাচ্ছেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া পোস্টিংতো দেওয়া হচ্ছেই. সেরকমই ২০২০ সালের কয়েকজনকে বিডিও করা হয়েছে. তার পেছনেও সেই অফিসারের হাত বলে অভিযোগ। পরানোদের ছেডে একেবারে আনকোরাদের বিডিও করা অনেকেরই চোখে লেগেছে। সেই সংগঠন নতুন অফিসারদের সংবর্ধনা দিয়েছে কিছুদিন আগে, সেখানে তাদের সহ-সভাপতিই ছিলেন না, ছিলেন না প্রমোশনে টিসিএস হওয়া দুই নেতা গোছের অফিসার, যারা প্রমোটিদের নিয়ে আলাদা অস্তিত্বের জানান দিতে চান বিচার মঞ্চের ছত্রছায়ায়। তীব্র অভিযোগ আছে যে, গত এক বছরে হওয়া নির্বাচনগুলিতে অফিসারদের নানাভাবে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন এই বাব। কাগজে, ফোনে হুমকি দেওয়ার খবরও বের হয়েছে একটি নির্বাচনের আগে। নির্বাচন কমিশনের অফিসে স্থায়ী অফিসারদের প্রভাবিত করার চেষ্টাও আছে। অফিস প্রেমিসেসেই কারও গালে গাল ঠেকিয়ে, কেউ বা তার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে স্নেহ প্রকাশ করার উদাহরণ আছে, সেসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না হলেও পরোক্ষ সাক্ষ্যের নমুনা বলে সচিবালয়ের কোনও কোনও অফিসারের দাবি। সিনিয়র অফিসার এইসব দেখে-শুনে ফাইন টিউনিং করছেন বলে অভিযোগ। দণ্ডমুন্ডের কর্তাকে যদি সঠিক, উপযুক্ত পরামর্শ না দেওয়া হয়, তবে জটিলতা হতে পারে, সরকারের বদনাম হতে পারে।

তালিকায় রোজভ্যালি পার্ক

 প্রথম পাতার পর ঠাকুর এসে থেকেছিলেন। অথচ এই বাড়িটিকে ঘিরে এখন একটি সুন্দর বিয়ে বাড়ি নির্মিত হয়েছে। চাইলেই যে কেউ সেখানে যখন-তখন প্রবেশ করতে পারেন না। একইভাবে, আগরতলা পুর নিগমের ওয়েবসাইটে শহরের আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে কঞ্জবন প্রাসাদ-এর কথাও ছবি সহ উল্লেখিত আছে। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন এবং রবি ঠাকুর শেষবার রাজ্যে এসে এখানেই থাকেন। পরে এটি 'রাজ ভবন' হিসেবে দীর্ঘ বহু দশক শহরের শোভা বাড়িয়েছে। এখন বাড়িটি ভূতের বাড়ি। এই বাড়ি ছবি সহ কিভাবে নিগমের ওয়েবসাইটে 'প্লেইস টু ভিজিট' বলে থাকতে পারে, তা বোধগম্য হওয়ার কথা নয় কারোরই। একই ওয়েবসাইটে রোজভ্যালি অ্যাক্রয়া পার্ক-এর কথাও বলা আছে। অর্থাৎ যে কেউ চাইলেই শহরে এসে ওই পার্কটি দেখতে যেতে পারেন। শুধু এটুকুই নয়, ওয়েবসাইটে বলা আছে, পার্কটির মত এমন সুন্দর নজরি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আর নেই। রোজভ্যালি কোম্পানি পার্কটির দায়িত্বে এবং এর ভেতরে জল বিষয়ক বিনোদন সহ বিভিন্ন রাইড রয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারি ওয়েবসাইটে বলা আছে— 'এ মাস্ট ভিজিট প্লেইস ফর টুরিস্টস ভিজিটিং আগরতলা'। অর্থাৎ রাজ্যে যদি কোনও পর্যটক আসেন, তাহলে এই পার্কটিতে অবশ্যই যেতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এটাই বুঝি গত ২৫ বছরের সব কর্মকাণ্ডকে গত ৪ বছরে পেরিয়ে যাওয়ার নমুনা? এখনও গিমের ওয়েবসাইটে এমন বহু ভুল তথ্য রয়েছে। রোজভ্যালি পার্ক আমতলি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাও প্রায় ৭-৮ বছর। শুধু তাই নয়, পার্কটিতে একটি ইটও খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। প্রশ্ন, যে সরকারের কাণ্ডারিরা দিনরাত ২৫ বছরের সবকিছুকে হেলায় উড়িয়ে দেন, উনাদের চোখ-কান কবে খুলবে? এভাবে শহরবাসী, রাজ্যবাসী, দেশ এবং পৃথিবী জুড়ে পর্যটিকদের বোকা বানানোর খেলা কবে শেষ হবে?

সোশ্যাল অডিটে গোঁজামিল

 প্রথম পাতার পর অডিটের বাকি রয়েছে আর মাত্র ৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি। অপর দিকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পোর্টাল বলছে ২৫ জানুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় মাত্র ১৪৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলের সোশ্যাল সম্পন্ন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে রাজ্য সরকারের সময়সীমার চাইতে আরও দশদিন বাড়িয়ে দিয়েও কেন্দ্র যা তথ্য দিচ্ছে তা রীতিমতো চোখ

কেন্দ্রের তথ্য যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে বলতেই হবে রাজ্য সরকার ৯৪৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে সোশ্যাল অডিট হওয়ার মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় তথ্য থেকে প্রকাশ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সোশ্যাল অডিটের পা পড়েনি মোট ১৫টি ব্লকে। গ্রামোন্নয়ন দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে গিয়ে সোশ্যাল অডিট

দেববর্মা কার্যত রাজ্যের মুখ পুড়িয়েছেন। তিনি যে যথেষ্ট গোঁজামিলের তথ্য পরিবেশন করেছেন তা কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য থেকেই স্পষ্ট। নইলে দুই সরকারের দুই রকম তথ্য কিভাবে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারির অভিযোগও উঠছে। সূত্রটি বলছে, কেলেক্ষারি না হলে এমন তথ্য কোনওভাবেই পরিবেশিত হতে পারে না। কেলেঙ্কারি হয়েছে বলেই

সোশ্যাল ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার মতো। ইউনিটের রাজ্য অধিকর্তা সুনীল এমন আজব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অবিলম্বে রাজ্য সোশ্যাল অডিট ইউনিটের কাজকর্ম পর্যালোচনা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করা প্রয়োজন বলেও সূত্রটির অভিমত। তাদের বক্তব্য, সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মার বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদস্ত হলেই সামগ্রিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। নইলে খোদ সোশ্যাল অডিটেই এমন মহা কেলেঙ্কারির ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শিক্ষা দফতরে মেগা চাকরির সুযোগ মিললেও সব পদ পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পেও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। টিআরবিটি'র মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া টিআরবিটি'র টেট কিংবা অন্যান্য এসটিজিটি, এসটিপিজিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। শিক্ষা দফতরের পাশাপাশি মহাকরণ সূত্রে জানা গেছে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মহাকরণে বসে শিক্ষামন্ত্রী প্রায়শই বলে থাকেন উপযুক্ত চাকরির প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না অনেক পদে। তার মধ্যে এসটিপিজিটি'র ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে প্রার্থী পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ যতটি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তাতে পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি বলে খবর। মহাকরণ সূত্রে আরও জানা গেছে, টেট উত্তীর্ণদের যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন তালিকা

জানিয়েছেন, এই বছরে টিআরবিটি পরীক্ষার 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগস্ত্রীর

চূড়ান্ত হয়ে যাবে তখনই নিয়োগের

উদ্যোগ শুরু হয়ে যাবে। শিক্ষা

দফতরের এক আধিকারিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। বিয়ে হয়েছিল ১১ সালে। ঘরে এক সস্তানও আছে। কিন্তু গত দুই বছর ধরে স্বামীর অত্যাচারের অভিযোগে বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন গৃহবধু। তিনি অনেকবার স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পারেনি। কিন্তু অভিযুক্ত স্বামীর যে আগে থেকেই এক মহিলার সাথে সম্পৰ্ক আছে তা নিশ্চিত ছিল। শুক্রবার ওই গৃহবধূ তার শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে স্বামীর বাড়িতে ছুটে যান। কারণ তার শ্বশুর বিভিন্ন কারণে পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মত দেখতেন। তাই শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে গৃহবধূ তার স্বামীর বাড়িতে যান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই গৃহবধূকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে থানায় ছটে যেতে হয়। যদিও রাতে পুলিশ ছুটে গেলেও অভিযক্তকে বাডিতে পাওয়া যায়নি। জানা গেছে. বিশালগড় মহকুমার রতননগরের সেই অভিযুক্তের সাথে বিয়ে হয় বিশালগড়ের এক যুবতির। কিন্তু হঠাৎ সংসারে ঝামেলা শুরু হয়। শুক্রবার গৃহবধূ থানায় দাঁড়িয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সরাসরি পরকীয়ার অভিযোগ করেন। এমনকি তার শ্বশুর প্রয়াত হওয়ার খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে গিয়ে দেখেন তার স্বামীর ঘরে অন্য মহিলা। যারফলে তার মন আর স্বাভাবিক থাকার কথা নয়। তিনি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গ্রামের মানুষের কাছে ঘটনার বিচার চান। কিন্তু গ্রামের মানুষ কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি সোজা চলে যান বিশালগড় মহিলা থানায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সাথে

ব্যতিক্রমী চরিত্রে মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও পেশাদারিত্বমূলক উৎকর্ষ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে সৈনিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচেছ। টিএসআর জওয়ানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তরিক রাজ্য সরকার। আজ টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার-সহ আরও তিনটি বিভিন্ন কোম্পানি হেড কোয়ার্টার ও কোম্পানি প্ল্যাটুন পরিদর্শনের মাঝে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে জওয়ানদের সাথে বসে মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে কোনো

মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের জন্য তৈরী খাবার ও তাদের সঙ্গে একসাথে খাবার খেয়েছেন কিনা, তা বলা দুষ্কর। তার আগে, কর্তব্য পালনে যেসব বীর জওয়ানগণ আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হেড কোয়ার্টারে আয়োজিত রক্তদান শিবিরও পরিদর্শন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জম্পুইজলা টিএসআর সপ্তম বাহিনীর হেড কোয়ার্টার, টিএসআর সপ্তম বাহিনীর অন্তর্গত বেলবাড়ি এ-কোম্পানির হেড কোয়ার্টার, বৃদ্ধি বাজার সি-কোম্পানির প্ল্যাটুন পোস্ট ও গমন বাজার এফ-কোম্পানির প্ল্যাটুন পোস্ট

পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন বিভাগগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি সৈনিক সম্মেলনে জওয়ানদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর ক্যাম্পগুলির বিভিন্ন বিভাগ, থাকার ব্যবস্থা, খাবারের গুণমান, স্যানিটেশন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। যেখানে একটা সময়ে ভারতমাতা কি জয় বললে সাম্প্রদায়িক-সহ বিভিন্ন অপবাদ শুনতে হতো, এদিন স্বগর্বে ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিলেন জওয়ানগণ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এরপর দুইয়ের পাতায়

জানুয়ারি।। শুক্রবার কৈলাসহর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে পুর এলাকার সৌন্দর্যায়ন ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। সভায় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতীশ দে, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (ভারপ্রাপ্ত) সূর্যকুমার দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ সুপার ড. চন্দন সাহা, পুর পরিষদের ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জয়ন্ত জমাতিয়া, বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস,

সিপিআই(এম), বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পুর এলাকায় যান চলাচলে আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে নতুন বিধিনিষেধ জারি হবে। এ বিষয়ে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার ও স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিতে দেওয়া হবে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামনে থেকে বিশ্বজিৎ ফার্মেসি পর্যন্ত নো পার্কিং জোন করা হবে। টিআরটিসি স্ট্যান্ড ও পাইতুর বাজারে হবে অটো স্ট্যান্ড। পানিচৌকি বাজারে

রাত ৮টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। শীঘ্রই এই বাজারে সবজি বিক্রির স্থান বদল করা হবে। পুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় একমুখী যান চলাচল করবে। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে হবে ফ্রি ওয়াইফাই জোন। শহরের রাস্তার ডিভাইডারে কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানার ও ফ্ল্যাগ লাগানো যাবে না। একইভাবে পুর এলাকার সকল স্ট্যাচুর সামনেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে। শহরের দীঘিগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে এইমস হাসপাতাল অধরাই রয়ে গেল। ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টসে প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যেও এইমস হাসপাতাল চালু করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব যে আসমান জমিন ফারাক আজ রাজ্যবাসী মাত্রেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এইমস-র ধাঁচে হাসপাতাল দুরের কথা উল্টো জেলা ও মহকুমা স্তরে হাসপাতালগুলোর অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলোতে। প্রায় একই অবস্থায় রয়েছে জেলাস্তরের হাসপাতাল গুলো। করোনাকালে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল চিত্র আবার বেআব্রু হয়ে পড়েছে। খোদ রাজধানীর জি বি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০১৮ সালে বামফ্রন্টকে হটিয়ে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিপ্লব কুমার দেব সপারিষদ ছুটে যান আর কে নগর। শিল্পনগরীতে খালি জমি আছে কি না তদ্বির করেন। তারপর দিনই ছুটে যান হাপানিয়া হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে। তখন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সুদীপ রায় বর্মণ। প্রথমদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে গুরুত্ব না দিলেও পরদিন হাপানিয়া হাসপাতালে যেতে সুদীপ রায় বর্মণকে সাথে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাদের পিছু পিছু ছুটে মিডিয়া। হাপানিয়া হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঘোষণা করেন, রাজ্যে এইমস হাসপাতাল চালু করা হবে। কিন্তু সেদিনের ঘোষণা আজও ঘোষণাতেই রয়ে গেল। বাস্তবের মুখ আর দেখলো না। তখন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে সুদীপ রায় বর্মণ জে পি নাড্ডার সাথে মিলিত হয়ে রাজ্যে এইমস হাসপাতাল চালু করার দাবি জানান। কিন্তু আজ পর্যন্ত চালু হলো না। কবে হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তারপর এবিষয়ে দিল্লিতে কোন তদ্বির করার লোকও নেই। ফলে শুরু না হওয়ার আগেই একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে গেল। উল্লেখ্য, এমনিতেই রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল অবস্থা। প্রায় প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রোগীরা রাজ্যের বাইরে চলে যায় চিকিৎসার জন্য। তার ফলে রাজ্যের অর্থও চলে যায় ভিন রাজ্যে। তার মধ্যে এমন কিছু রোগীও দেখা সাথেই **এরপর দুইয়ের পাতা**য় যায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ভিনরাজ্যে চিকিৎসার জন্য ছটে যায়।

এবার দুয়ারে পেট্রোপণ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৮ জানয়ারি।। দৈনন্দিন পরিষেবাগুলিকে মান্যের নাগালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগোল রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার। জোমাটো, ডোমিনো সুইগি যেমন মানুষের চাহিদামত তৈরি খাদ্য ঘরে ঘরে পৌছে দেয়, ঠিক সেই ভাবে মানুষের ঘরে ঘরে পেট্রোপণ্য পৌঁছে দিতে ধলাই জেলায় প্রথমবারের মতো চালু হল ভ্রাম্যমাণ ডিজেল ট্যাংকার। যা অন কল গ্রাহকের ঠিকানায় পৌঁছে দেবে তাদের যানবাহন বা শিল্প-কারখানার চাহিদামত জ্বালানি। এরজন্য ট্যাংকারের গায়ে বড় করে লিখে দেওয়া মোবাইল নম্বর ৭৬৩০৮৬৭৭২২ এ একটা ফোন ট্যাংকার গ্রাহকের দরজায়। আমবাসা পুর এলাকার মধ্যে এই বাডতি সুবিধার জন্য গ্রাহকদের কোন প্রকার বাড়তি পয়সা গুনতে হবে না। আই ও সি অথোরাইজড পাম্পের দরেই ডিজেল পাবে গ্রাহকরা। তবে পূর এলাকার বাইরে এই পরিষেবা পাওয়ার জন্য সামান্য বাড়তি মূল্য দিতে হবে। পাশাপাশি এই ভ্রাম্যমাণ ট্যাংকার কোন অবস্থাতেই জাতীয় সড়কের উপরে দাঁড়িয়ে **● এরপর দুই**য়ের পাতায়

সরকারি কাজে গতি আনতে কঠোর বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা,২৮ জানুয়ারি।। বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক ও ঠিকাদার দের গাফিলতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার জেরে থমকে আছে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ। ফলে যথার্থ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমজনতা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের অসহযোগিতায় স্তব্ধ হয়ে আছে কাজ। বিভিন্ন সমস্যায় আটকে থাকা সেইসব কাজের জটিলতা দূর করে সেগুলো দ্রুত মানুষের পরিষেবা প্রদানের যোগ্য করে তুলতে এবার বেশ কড়া মেজাজ নিয়েই মাঠে নামলেন আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। শুক্রবার তিনি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে আটকে থাকা সেইসব কাজগুলি দেখলেন

সেইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তাদের সময়সীমা বেঁধে দিলেন। প্রথমেই গেলেন আমবাসা দশমীঘাটে কৃষি দফতরের তৈরি সবজি ও মাছ-মাংসের মার্কেট পরিদর্শনে। যা বেশ কয়েক মাস আগেই নিৰ্মাণ শেষ হলেও দফতর কোন এক অজ্ঞাত কারণে পুর পরিষদের নিকট হস্তান্তর করছে না। এটি অতিসত্বর হস্তান্তর এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দেন বিধায়ক। অনুরবপ দশমীঘাটেই গত এক বছর যাবৎ অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি পাকা ড্রেন। এটিও এই অর্থ বর্ষে শেষ করার জন্য পূর্ত কর্তাদের নির্দেশ দেন তিনি। আমবাসা টাউন হলের পিছনে চান্দ্রাইছডার

এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায়

তীরে বিগত বাম আমলে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল আপনকুঞ্জ বাজার। মূল সড়ক থেকে অন্ততঃ দশফুট নিচে এই বাজার নির্মাণের স্থান নির্বাচন এবং পদ্ধতি কোনোটাই ঠিক ছিলো না। ফলে কোনও ব্যবসায়ী সেখানে নামতে রাজি নয়। ফলে দীর্ঘ প্রায় সাত বছর যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে কোটি টাকার এই সরকারি সম্পত্তি। এখন এই সম্পদকে জনকল্যাণে ব্যবহারে আমবাসা পুর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহকুমা শাসককে নিয়ে রূপরেখা তৈরি করলেন বিধায়ক। ২০১৪ সালে নতুনপল্লী এলাকায় শুরু হয়েছিল চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ স্কুল বাড়ি নির্মাণের কাজ। শুরুতে ব্যয় সাডে তিন কোটি টাকা ধরা হলেও এখন

পর্যস্ত ব্যয় সাত কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রেও গলদ স্থান নিৰ্বাচনে। একপাশে ধলাই নদী অপর পাশে ছড়া। এই অবস্থায় কাজ অসমাপ্ত। এটিও যেকোন মূল্যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার নিদান দিলেন বিধায়ক। পুর এলাকার এই নির্মাণ কাজগুলি ছাড়াও উত্তর নালীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কাছিমছড়া এডিসি ভিলেজে পূর্ত দফতরের পিএমজিএসওয়াই বিভাগের অধীনস্থ বেশ কয়েকটি রাস্তার বেহাল দশা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত এগুলির হাল ফেরানোর কডা নির্দেশ দেন বিধায়ক। উনার মতে গাফিলতি, খামখেয়ালি আর টালবাহানা অনেক হয়েছে, আর নয়। আর কোনো অজুহাত একদিনের জন্যও বরদাস্ত করা হবে না।

করোনাবিধি

অমান্যে প্রভাবশালীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। করোনার মৃত্যু নিয়ে যখন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এখনও পর্যন্ত সফলতা দেখাতে পারছে না, এই সময়ে প্রশাসন চালানোর দায়িত্বে থাকা নেতারাই প্রতিনিয়ত ভেঙে চলেছেন করোনার নিয়মনীতি। ভিড় সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার মহারাজগঞ্জ বাজার ঘুরে গেলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এই দিন স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে আরও ৪জন করোনা সংক্রমিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে এই সংখ্যাটা কিছুতেই নামাতে পারছে না রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে শুরু করে প্রশাসন। নতুন করে ৩১০জন করোনা সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন শুক্রবার। প্রত্যেকদিন এই সংখ্যাটা লাফিয়ে বাড়ছে। যদিও এদিন সংক্রমণের হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৬.১৭ শতাংশে। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের মোট হিসেবে ১ লক্ষ হতে আর মাত্র ১৯৬জন বাকি সম্ভবত শনিবারই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের চতুর্থ রাজ্য হিসেবে ১ লক্ষ আক্রান্ত অতিক্রম করে নিতে পারবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে এখন পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৮ হাজার আক্রান্ত শনাক্ত নিয়ে সবার উপরে আসাম। এরপর মিজোরাম এবং মণিপুরের স্থান। স্বাস্থ্য দফতর শুক্রবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ২৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬১৮ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। আরটিপিসিআর-এ ৩৩জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। বাকি ২৭৭ জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৭৮৩জন। সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ১০৬জন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৬৩১ জনে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮৬ জনে এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৫১ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ৬২৭জন সংক্রমিত রোগী। অন্যদিকে রাজ্য সরকার নাইট কারফিউ-সহ অন্যান্য নির্দেশিকাগুলি ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা নিয়ে অনেকের আগ্রহ বাড়ছে। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সরস্বতী পজো। রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা ঘটা করে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘরেও সরস্বতী পুজোর

অন্য মেজাজে সুশান্ত

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শুক্রবার লিচুবাগান সংলগ্ন 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট'-এ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধীন এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে উক্ত রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনেক অসাধ্যসাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংথাহ করতে হয়। এইজন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য। বর্তমানে সরকারি রক্তভাণ্ডারে সংরক্ষিত রক্তের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অনেক মজুত আছে। বেসরকারিভাবে রক্ত কিনতে প্রচুর পয়সা লাগে। তাছাডা রোগজীবাণ

উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপর্ণ কাজটি হতে পারে রক্তদান। প্রতিবছর বহু মানুষ কেবলমাত্র রক্তের অভাবে মারা যায়। তাই আমাদের শরীরের অতি সামান্য পরিমাণ রক্তের বিনিময়ে যদি আমরা সেই সকল মানুষের জীবন রক্ষায় সক্ষম হই তাহলে তা হবে সভা মানব জীবনের প্রম সার্থকতা। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করে তাদের এই সেবামূলক কাজ ও মানসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি



দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, কোনো মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্যের হাত বাডিয়ে দেওয়া একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। প্রতি মুহূর্তে একবিন্দু রক্তের জন্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে কতশত মানুষ, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান করার মধ্য দিয়ে আমরা এদের প্রাণ বাঁচাতে পারি। আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিনিময়ে একজন মুমূর্যু মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সংক্রমিত হওয়ার ভয় থাকে। সেই কারণে আমাদের সবাইকে উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। সভ্যতার পারস্পরিক নিভ্রশীলতার কত্ব্যমূলক কমস্চিগুলার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র কাজটি হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পক্ষে কোন মুমূর্য্ মানুষের জীবন রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে

আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত রক্তদানকারী সকল রক্তদাতাদের সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা এন.সি.শর্মা, আর্ট এন্ড ক্রাফট কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধীন ত্রিপুরা এন.এস.এস ইউনিটের স্টেট অফিসার ডক্টর চিত্রজিৎ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

নয়া রূপ 'নিওকোভ'! তনজনে একজনের মৃত্যু

বেজিং, ২৮ জানুয়ারি।। ডেলটাক্রন, ওমিক্রন এখন অতীত! সন্ধান মিলেছে কোভিডের নয়া রূপের! এমনই দাবি করছেন চিনের এক দল বিশেষজ্ঞ। যে রূপের নাম 'নিওকোভ'। উহানের এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দাবি, শ্বাসযন্ত্রকে প্রভাবিত করতে পারে সদ্য আবিষ্কার হওয়া এই মার্স-করোনা ভাইরাস। শুধু কি তাই ? চিনা বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই রূপের মারণক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি তিন সংক্রমিতের এক জনের মৃত্যু হতে পারে 'নিওকোভ'- এ। উহানের একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। সেখানে বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, বাজার চলতি কোনও করোনা টিকাই 'নিওকোভ'- এর ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না। যদিও এই ভাইরাস নিয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। তবে 'নিওকোভ'- এর মতো রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে। কোভিড-১৯-এর সঙ্গে অনেক জায়গাতেই মিল নিও-কোভের। প্রথম এই ধরনের রূপের সন্ধান মেলে দক্ষিণ আফ্রিকায়। মূলত বাদুড়ের শরীরে পাওয়া যায় 'নিওকোভ'। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবারই রাশিয়ার 'ভেক্টর রাশিয়ান স্টেট রিসার্চ সেন্টার অব ভাইরোলজি অ্যান্ড বায়ো-টেকনোলজি' একটি বিবৃতি দেয়। সেখানে বলা হচ্ছে, চিনা বিশেষজ্ঞরা যে নয়া রূপ নিয়ে সাবধান করছেন তা নিয়ে এখনই চিন্তার কিছ নেই। মানব শরীর এই রূপটিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খবই ক্ষীণ। আপাতত ওমিক্রন নিয়ে সারা বিশ্ব ত্রস্ত। তীব্র সংক্রমণ ক্ষমতার জন্য এই রূপ নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। তবে আশার কথা, ওমিক্রনের মারণক্ষমতা অনেক কম।

রোষের মুখে বিজেপি

লখনউ, ২৮ জানুয়ারি।। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন শুরু হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্য তো বটেই, দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণে এই নির্বাচনের গুরুত্ব কতটা তা আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই নির্বাচনের আগেই রাজ্যের বড় অংশের আখচাষিদের রোষের মুখে পড়ছেন বিজেপি নেতারা। যা কিনা ভোটের আগে কপালের ভাঁজ বাড়াচ্ছে পদ্ম শিবিরের। বরাবরই দেখা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উত্তরপ্রদেশ। হাতে এই রাজ্যের শাসনক্ষমতা থাকলে অনেকটাই সহজ হয়ে যায় দিল্লি দখল। বিজেপি তো বটেই, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও • এরপর দুইয়ের পাতায়

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ নোটিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। উচ্ছেদ অভিযানে নেমে উচ্চ আদালতের রায়ও মানতে নারাজ আগরতলা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের মধ্যেই বটতলায় জহর সেতুর নিচে বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫ দিনের মধ্যেই দোকানপাট গুটিয়ে চলে যেতে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বাঁশ ব্যবসায়ীদের। এই নির্দেশিকাটি আদালত অবমাননার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। তিনি জানান, বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের জন্য গত বছর এক দফায় নোটিশ দিয়েছিল আগরতলা পুরনিগম।৩১ মার্চের মধ্যেই তাদের উচ্ছেদ হতে বলা হয়েছিল। বিকল্প হিসাবে ব্যাম্বো মার্কেট ১০ কিলোমিটার দূরে ডুকলির শিল্প এলাকায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁশ ব্যবসায়ীরা এই নির্দেশিকা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, ৫০ থেকে ৬০ বছর ধরেই হাওড়ার জহর সেতুর পাশে তারা ব্যবসা করছেন। এই ব্যবসা দিয়েই তাদের পরিবার চলে। আশপাশে কোথাও বিকল্প জায়গা দিতে হবে। পুরনিগম তাদের দাবি না মানলে উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন

আয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিতে

রাজ্য সরকার নাইট কারফিউ-সহ

অন্যান্য নির্দেশিকাগুলি আগামী

সপ্তাহেও • এরপর দুইয়ের পাতায়



শুক্রবার উচ্চ আদালতের নিৰ্দেশিকা-সহ আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে আগরতলা পরনিগমের দক্ষিণাঞ্চলের সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনারের কাছে। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশের মধ্যে উচ্ছেদ করা যায় না। এটি আইনের বিরুদ্ধে কাজ। ৮জন বাঁশ ব্যবসায়ী মতো কোনও ব্যবস্থা এই সময়ে মিলে আগরতলা পুরনিগমের নিতে পারবে না আগরতলা কাছে এই চিঠি দিয়েছেন। তাদের পুরনিগম। কিন্তু উচ্চ আদালতে মধ্যে বাঁশ ব্যবসায়ী সোহেল বিচারাধীন মামলায় বাঁশ হোসেন জানান, আমরা মামলা ব্যবসায়ীদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া করেছিলাম উচ্ছেদ নোটিশের হয়েছে। এই নোটিশের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের মামলার

এখনও পর্যন্ত রায় বের হওয়ার আগেই উচ্ছেদ করতে নোটিশ দিয়েছেন দক্ষিণ জোনালের সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনার। এই ঘটনায় আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের বক্তব্য, পুরনিগম স্মার্ট সিটির নামে হকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্মার্টসিটির নামে এভাবে হকারদের উচ্ছেদ করতে বুলডোজার চালানো যায় না। নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। হকারদের উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের অঙ্গ হিসাবেই পুরনিগমের নোটিশ বাঁশ ব্যবসায়ীদের বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উচ্ছেদে বাড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার বার্তা দিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব নগর পরিক্রমা জারি রেখেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলছেন তারা। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো উচ্ছেদ। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র এবং কমিশনার এই উচ্ছেদ ভাবনায় মহারাজগঞ্জ বাজারে যান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলেন। বাজারের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গলিপথে 'জবর' দখল ইস্যুতে তারা স্পষ্ট বার্তা দিয়ে এসেছেন যে, সেখান থেকে তারা সরে না গেলে তাহলে পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স অভিযান চালাবে। করোনা পরিস্থিতিতে এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এমনিতেই অবস্থা 'শোচনীয়' তার সাথে বাড়ছে অর্থনৈতিক সমস্যাও। কারণ এভাবে পথের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার ফলে তারা যেটুকু সহায় সম্বল অবলম্বন করে জীবন-জীবিকা পালন করতে সম্ভব হচ্ছেন, সেখানে মহাবিপদে পড়বেন তারা। তাই তাদের তরফে যা কিছু বক্তব্য মেয়রের কাছে বলার ইচ্ছে থাকলেও মেয়রের বর্তমান ভাবগম্ভির ভাব দেখে অনেকেই কথা বলার সাহস দেখাতে পারেননি। নিন্দুকেরা দাবি করছে, মেয়র পাল্টে গেছে। শুধু এমজি বাজারেই নয়, শহরের অন্যান্য জায়গাতেও উচ্ছেদ অভিযান জারি রেখেছে আগরতলা পুরনিগম। বটতলা বাঁশ বাজারের পাশে যে অটো স্ট্যান্ড রয়েছে সেই অটো স্ট্যান্ড থেকেও অটো সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ



পাশে যাদের বাডি বা যাতায়াত তারা গেছেন তাদের সকলের সাথে কথা বলেছেন। অটো চালকদের স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন নাগেরজলার ভেতর চলে যান। কারণ বর্তমান সময়ে বাঁশ বাজার কেন্দ্রিক নতুন প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে পুরনিগম। বাঁশ বাজার পাশের অটো স্ট্যান্ডকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অটো চালকবা তাদেব ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, তারা যদি নাগেরজলার ভেতর চলে যায় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের অথ্নৈতিকভাবে সম্সা দেখা দেবে। কারণ হিসাবে তারা বলেছেন, সাধারণ মানুষ যারা যাত্রী তারা কোনওভাবেই নাগেরজলার ভেতর যাবে না।এমনিতেই করোনা পরিস্থিতিতে অটো চালকদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। তারা যদি সেখানে যায় তাহলে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠানামা করাবে। এর আগেও তারা ভেতরে গিয়ে যাত্রী তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বটতলা চক্কর থেকে নাগেরজলার ট্রাফিক পয়েন্ট পর্যন্ত ভাড়া হিসাবে ২০ থেকে ৩০ টাকা বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। তাতে করে শুরু হয়েছে। মেয়র সেখানেও শহর দক্ষিণাঞ্চলের মূল সড়কের

যেকোনও গাডিতে উঠে পডবে। নাগেরজলার ভেতরে গিয়ে অটোতে উঠার আগ্রহ দেখাবে না। আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় রিকসা চালকদের সীমাহীন ভাডা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। যারা নাগেরজলার ভেতরে রিকসা নিয়ে যায় তাদের ভাড়া ২০ থেকে ৩০ টাকা। এক্ষেত্রে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ডুগগেট থেকে আসা কোনও ব্যক্তি যিনি শহরের উপর কাজ করেন দিন হাজিরায়, তাকে রিকসা এবং অটো ভাড়া-সহ আসা-যাওয়ার সময় ভাড়া হিসাবে মিটিয়ে দিতে হবে প্রায় ১০০ টাকা। দিন হাজিরার একজন কর্মীর পক্ষে প্রতিদিনের আয়ের ৫০ শতাংশ পরিবহণে খরচ হয়ে যায়। এতে অটো চালকরা যদি মূল সড়কের পাশে থাকে তাহলে যে কেউ যাতায়াতে করতে পারে। তাতে নির্ধারিত ১০ থেকে ১৫ টাকাই ভাড়া দিতে হবে। নাগেরজলার ভেতরে গিয়ে কেউ অটোতে উঠতে গেলে তাকে রিকসা

কর্মচারীর দুর্ব্যবহার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শিক্ষা ভবনে এক গ্রুপ ডি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে লিখিতভাবে নালিশ জানালো মহাবিদ্যালয় শিক্ষা কর্মী রাজ্য কমিটি।সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তার অভিযোগপত্রে বলেছেন, উচ্চ শিক্ষা দফতরের কিছু কর্মচারী রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আসা টিচিং-ননটিচিং স্টাফদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। বিশেষ করে রিসিভ সেকশনেরগ্রুপ ডি কর্মচারী সবার সাথে দুর্ব্যবহার করে বলে এই সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ করে সরাসরি উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে দাবি সনদ পেশ করে এর একটা বিহিত করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের তরফেগ্রুপ ডি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হলেও দফতরের তরফে কারোরই কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে এই ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকটি অফিসে রয়েছে বলে অনেকেই দাবি করেন। কোনও কোনও অফিসের কোনও কর্মচারীর ব্যবহারে অনেকে যেমন মুগ্ধ হন অনেকে আবার আঘাত পেয়ে ফিরে আসেন। আবার রাজনৈতিক কারণেও এমন কিছু কর্মচারী আছেন তারা দাদাগিরি দেখান বলে অভিযোগ। শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী নতন দিশায় তার দফতরকে চালাচ্ছেন। সেই শিক্ষা দফতরের উচ্চ শিক্ষা অফিসে কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেবেন কিনা কে জানে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে লিখিতভাবে এই নালিশ জানানোর পর তিনি কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিরুদ্ধে মামলা লঘু করে দুষ্কৃতিদের ধর্মনগর, ২৮ জানুয়ারি।। আজ পার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ শুক্রবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকার এনে উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ চতুর্থ পৃষ্ঠাব্যাপী 'অ্যাডভাইজারি ... সুপার কিরণ কুমার (আইপিএস) প্রসিডিংস'র নির্দেশ' শীর্ষক ঢাউশ বরাবর লিখিত নালিশ জমা খবরে রাজ্যব্যাপী বিশেষ করে উত্তর করেছেন বলে জানা গেছে। উক্ত জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযোগপত্রের একটি জেরক্স কপি প্রতিবাদী কলম'র দফতরেও সচেতন মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য যুগপৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জমা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত রাজ্য গত ৩/১/২০২২ ইং প্রধানমন্ত্রী পুলিশের একাংশ লোভী, অবিশ্বস্ত আবাস যোজনার সুবিধাভোগী এবং অপেশাধারী কার্যকলাপ রজনীকান্ত সিনহা ও তার শাগরেদ যেভাবে পুলিশ দায়বদ্ধতা রাজু দাস জোত জমির মালিক কমিশনের রাডারে ধরা পড়েছে তা মহিমবাবু সিনহার ভূমি জবরদখল সবিস্তারে রাজ্যবাসীর সম্মুখে তুলে করে গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করলে ধরায় প্রতিবাদী কলম পত্রিকার ভূমির বৈধ মালিক মহিমবাবু ও তার নিভীক সম্পাদক মহোদয়কে ছেলেরা বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন গড়ে তুলা। তখন শাসকদল করেছেন অসংখ্য পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণ। পানিসাগর থানার

করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এদিকে উপরোক্ত খবরে উদ্বুদ্ধ হয়ে পানিসাগর মহকুমার দামছড়া থানাধীন পশ্চিম দামছড়া ভিলেজের পশ্চিম নরেন্দ্রনগরের বাসিন্দা মহিমবাবু সিনহা দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্মা ও একজন সাব ইন্সপেকটরের

আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক বলেছেন,

স্বাধীন ত্রিপুরায় একজন মহিলা এই

সময়ের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছেন এটাই সবচেয়ে খারাপ

সময়। কারণ এই সময়ে মহিলারাও

নিরাপদে নেই। তারাও আতঙ্কে

আছেন। সুবল ভৌমিক আরও

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সর্বভারতীয়

তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরার মহিলা

শাখাকে অন্যান্য সাংগঠনিক

কমিটির সঙ্গে শীঘ্রই যুক্ত করা হবে,

যাতে তারা রাজ্য সরকারের দারা

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। তৃণমূল

কংগ্রেসের উত্থানের মধ্যে সিপিআইএম

বিজেপির হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকেও

তৃণমূলে যোগদান অব্যাহত আছে।

খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

সংশ্লিষ্ট মামলার বাদীপক্ষ যাদের

অভিযোগের উপর ভিত্তি করে

পুলিশ দায়বদ্ধতা কমিশন যে

যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন, সে

বাদীপক্ষ প্রতিবাদী কলম পত্রিকাকে

কণ্ঠরুদ্ধদের কণ্ঠস্বর বলে পুনরায়

আখ্যায়িত করে পত্রিকার

সম্পাদকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা

করেছেন। পাশাপাশি প্রতিবাদী

কলম'এ প্রকাশিত খবরটি জেরক্স

ওসি'র বিরুদ্ধে এসপিকে নালিশ স্বামী মহিমবাবুর উপর আক্রমণ হেতু রক্তাক্ত শরীর দেখিয়ে দামছড়া হাসপাতালে ভর্তি করান।জানা যায় মহিমবাবুর পিঠে বেশ কয়েকটি সেলাই দিয়ে রক্তকরণ বন্ধ করেন

প্রতিবাদী কলম'র খবরের জের

এফআইআর জমা করেন কিন্তু থান কর্ত্ পক্ষ অভিযোগের কোনও রিসিভ দেন নাই। বাদীপক্ষের পীড়াপীড়িতে এফআইআরের জেরক্স কপিতে একটি R 'আর' লিখে নিচে থানার সিলমোহর দিয়ে দেন এসআই নিরঞ্জন সাহা। অসুস্থ মহিমবাবু বুঝতে পারে থানার বড়বাবু অমল দেববর্মা তাকে প্রতারণা করছে। পরে মহিমবাবু জানতে পারে ১০/০১/২০২২ ইং দামছড়া থানা রজনীকান্ত ও রাজুর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় একটি মামলা নিয়েছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, মহিমবাবুর মামলাকে লঘু করে দুষ্কৃতিদের পার পাইয়ে দিচ্ছে থানা। এফআইআরের কপি নিয়ে মহিমবাব একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করলে জানতে পারে তার মামলায় 085/009/ 026/ 509/08 প্রভৃতি দণ্ডবিধির ধারা যুক্ত করা আবশ্যক ছিলো। পানিসাগর থানার সেই ৪৬/২০২০ মামলার মতোই মহিমবাবুর দায়ের করা মামলার পরিণতি করেছে দামছড়া থানার সদ্য বদলি হওয়া ওসি অমল দেববর্মা। তাই কালবিলম্ব না করে মহিমবাবু আজই উত্তর জেলার নবাগত পুলিশ সুপার কিরণ কুমার (আইপিএস)'র নিকট লিখিত অভিযোগ এনে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার চিকিৎসক। ওই দিন মহিমবাবু সুনিশ্চিত করার আবেদন করেছে। সিনহা দুষ্কৃতি রজনীকান্ত ও তার এখন দেখার, পুলিশ সুপার কি শাগরেদ রাজু দাসের বিরুদ্ধে লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মদতপুষ্ট দুষ্কৃতি রজনীকান্ত একটি কোদাল দিয়ে মহিমবাবুর পিঠে সজোরে আঘাত করলে সে বীভৎসাকারে জখমপ্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মহিমবাবুর রক্তে ঘটনাস্থল রাঙা হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মহিমবাবুকে নিয়ে তার স্ত্রী রীনা সিনহা দামছড়া থানায় যান এবং ওসি অমল সিনহাকে তার

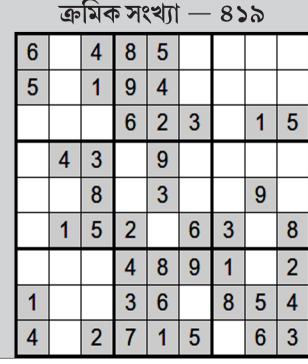
বিজেপির আমলে বঞ্চনা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের আমলে ভালো নেই ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের অন্তর্গত মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মীরাও। মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী রাজ্য কমিটির তরফে এক প্রতিনিধি দল উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে দেখা করে তারা তাদের দাবি সনদ পেশ করেছে। ১২ দফা দাবির মধ্যে বঞ্চনার ছবিই ফুটে উঠেছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, অন্য দফতরের মতো উচ্চ শিক্ষা দফতরেও সঠিক সময়ে প্রমোশন দেওয়া, প্রমোশন দেরি হওয়ার কারণ জানানো, প্রমোশন দেরি হওয়ার কারণে যারা অবসরে গেছেন তাদেরকে আর্থিক বেনিফিট দেওয়া, যারা ফিক্সড পে-তে আছে তাদের চাকরির ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে প্রমোশন দেওয়া, ক্যাজুয়েল পদে যারা আছে তাদেরকে অর্থ দফতরের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়মিত করা, আর্নলিভ প্রদান করা, যারা চাকরি অবস্থায় মারা গেছেন তাদের পরিবারের একজনকে ডাই-ইন হারনেসে চাকরি প্রদান, যেসব কর্মচারীরা কলেজের ল্যাবে কাজ করছে তাদেরকে রিস্ক অ্যালাউন্স প্রদান করা, বিভিন্ন কলেজে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ক্যান্টিনের সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদি। এসব দাবিতেই এদিন ভারপ্রাপ্ত সভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দেখা করেন উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে। উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে তাদের এই দাবি সনদ পেশ করেছেন। সেখানে বঞ্চনার চিত্রেই ফুটে উঠলো। বর্তমান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত





আসছেন মনোজ ভট্টাচায

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ।। রাজ্য সফরে আসছেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য। প্রাক্তন সাংসদ মনোজ ভট্টাচার্যের এই রাজ্য সফরে দলীয় নানা কর্মসূচি থাকবে বলে জানা গেছে। দু'দিনের সফরে শনিবারই তিনি রাজ্যে আসছেন। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের তরফে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, সাংগঠনিক কাজেই যোগ দিতে তার এই রাজ্য সফর। উল্লেখ্য, এই সময়ের মধ্যে মনোজ ভট্টাচার্যের রাজ্য সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

> আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন ৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের ঝামেলার সম্ভাবনা নেই।সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

চেষ্টা করতে হবে।

থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে

অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক । ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

🏿 প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের। ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ। সিংহ: দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক ্ছ চিন্তা কেটে যাবে।

পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকৃলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের। আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ বিঘ্নিত হবে না।



তুলা : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

্**বৃশ্চিক :** স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে

পারে। কর্মস্থলে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সব কিছুর সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে

শুভ। ব্যবসায়েও শুভ। ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

শত্রু জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম 🎎 প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে রলক্ষিত হয়।শত্রুরা মাথা

তুলতে পারবে না। মকর: স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ বজায় থাকবে।

কুম্ভ: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে অর্থভাগ্য ভালো।ব্যবস শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে

সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে। মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকরে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্

পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে

লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে

কন্যা: শরীর কস্ট দেবে। l স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য নাম্পত্য জীবনে সুখের | শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অধিকারও নেই। যে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। তৃণমূল শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হতে

অতিরিক্ত দিতে হবে। এনিয়ে অটো

চালকরা তাদের ক্ষোভের কথা

জানিয়ে বলেছেন, নাগেরজলার

অর্থনৈতিকভাবে তারা দারুণ

সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আগরতলা

পুরনিগমের মেয়র বাস্তবিক এই

বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন না বলে

অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ গরিব

মানুষের 'পেটে লাথি' দিয়ে উন্নয়নের

কথা বলছেন বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

সাধারণ অটো চালকরা মেয়রকে

উদ্দেশ্য কবে এমন কথা বলতে শুক

করেছে। কমিশনার-সহ অন্যান্য

আধিকারিকরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে

সকলের কথা শুনলেও মেয়র কারোর

কথাই শুনছেন না বলে অভিযোগ।

গত কয়েকদিন ধরে গরিব ক্ষুদ্র

ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের লড়াই শুরু

হলেও যারা বহু বছর ধরে সরকারি

জায়গা দখল করে আছে তাদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না মেয়র।

অভিযোগ মেয়র তাদের ভয় পান।

যারা শহরের খাস জায়গা দখল

করে বড় বড় ভবন তুলেছে

সেখানে যান না মেয়র সাহেব।

চ লে

ভেতরে

কংগ্রেসে প্রাক্তন বাম কাউন্সিলর যমুনা বিশ্বাস যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক যমুনা বিশ্বাসকে তার দলের বরণ করে নেন। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, অনেকেই যোগাযোগ বাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে। বর্তমান প্রেক্ষিতে তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জী বলেছেন, মমতা ব্যানার্জী. অভিষেক ব্যানাৰ্জী-সহ তৃণমূল পরিবার ত্রিপুরাকে পাখির চোখ করেছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় এক বছর আগে থেকেই পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হবে। এই সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব কর্মসূচি চলছে। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তবে তৃণমূল মাঠ ছেড়ে দেওয়ার পার্টি নয়। বিজেপির সাথে শক্ত ফাইট দিতে প্ৰস্তুত তৃণমূল। তৃণমূল মা-মাটি মানুষের দল। এই দল ত্রিপুরায় সাংগঠনিক বিস্তার অনেক আগেই শুরু করেছে। এখন আরও কর্মসূচি চলছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে নির্মল ত্রিপুরাকে সামনে রেখে পরিবেশ ভাবনায় অভিযান শুরু হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকদিন চলছে নানা কর্মসূচি। এদিন সুবল ভৌমিক বলেছেন, মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে। তুণমূল কংগ্রেসে যোগদান এই সময়ে তৃণমূলের লক্ষ্যই হলো বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। সারা রাজ্যেই কর্মসূচি চলছে। তৃণমূল কর্মসূচি জারি রেখেছে।উদয়পুরের ঘটনার উল্লেখ করে সুবল ভৌমিক বলেছেন, এখন কেউই রক্ষা পাচ্ছে

আক্রান্ত হচ্ছে। সুবল ভৌমিক

হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে পুলিশি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তারপর যারা বলছে রাজ্যে গণতন্ত্র আছে আইনের শাসন আছে তারা মূর্য্বের স্বর্গে বাস করছে। সুবল ভৌমিকের অভিযোগ রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। বিজেপি কর্মীর বাড়িতেই হামলা হচ্ছে। এই সরকারের আমলে কেউই রক্ষা

ত্রিপুরার জনগণের সেবা করতে পারে। এদিকে, রাজ্য আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক এবং পান্না দেব ও সংহিতা বন্দোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতাদের উপস্থিতিতে দু'বারের কাউন্সিলার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। শুক্রবার আগরতলার বনমালীপুর ক্যাম্প অফিসে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরা ইউনিটের মহিলা শাখার উপস্থিতিতে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা

ভারতায় তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপরা পড়েশের উ লা তৃণমূল কংগ্রেসের মতবিনিময় সভা (সাংগঠনিক) সংঘটিত নৃশংসতার বিরুদ্ধে পাচ্ছে না। গোটা বিষয়গুলো উল্লেখ করার জন্য একটি সভায় এই যোগদান ঘটে। সর্বভারতীয় তৃণমূল আওয়াজ তুলতে পারে। তিনি করে সুবল ভৌমিক বরাবরের মতো কংগ্রেসের মহিলা শাখা শুক্রবার আরও বলেছেন, ত্রিপুরায় বিজেপি দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য প্রশাসনের লিঙ্গভিত্তিক ব্যাপক হতাশার দিকে যাচ্ছে কারণ প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই যোগদান করছেন। আরও করবেন। হিংসা-সহ ত্রিপুরার প্রশাসনিক তাদের নিচু স্তরের সমর্থকরা এখন

প্রতিদিন যোগাযোগ করছেন সুবল ভৌমিকের সাথে। যমুনা বিশ্বাস আগরতলা পুরনিগমের দু'বারের কাউন্সিলার, শুক্রবার সর্বভারতীয় করেছেন, বাম শিবিরে তার ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে। ত্রিপুরার অবস্থা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে, যমুনা বিশ্বাস বলেছিলেন যে, তিনি গত বছরের নির্বাচনে রাজ্যে না। কাউকেই ছাড় দিচেছ না সিপিআইএমের ভূমিকা নিয়ে শাসকদল।শাসকদলের লোকজনই অসন্তুষ্ট ছিলেন। দল পরিবর্তন আক্রান্ত হচ্ছে। নিজ বাড়িতেই করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশদভাবে যমুনা বিশ্বাস বলেছিলেন যে তিনি বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেছেন, বিশ্বাস করেন তৃণমূল কংগ্রেসই

সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে জড়ো হয়েছিল। বৈঠকটি প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে, এই সময় নেতারা পুলিশ বাহিনীর দ্বারা মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাগুলি তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে নারীদের নিরাপত্তা সর্বাথে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখার নেতৃবৃন্দ বিজেপি সরকারের চাপের রাজনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জন্য রাস্তায় নেমে আসার একটি প্রস্তাবও জারি করেছেন। বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্দশার কথা



দ্য স্মাইল ফাউন্ডেশন নামক সংস্থার ক্ষুদে সদস্যরা তাদের পকেট মানির খরচ বাঁচিয়ে সান্ধ্যনীড় বুদ্ধাশ্রমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। শুক্রবার সকলের সাথে এই ক্ষুদে সদস্যরা আনন্দে কাটিয়েছে কয়েক ঘণ্টাও।

সরকারের আমলে তারাও হতাশ, প্রকাশ পেলো দাবি সনদে। ১০৩২৩'র পাশে শিক্ষক সংগঠন

১০৩২৩ শিক্ষকদের পাশে আবারও দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। বৃহস্পতিবার ১০৩২৩ শিক্ষকদের কালো দিবস কর্মসূচিতে পুলিশি হেনস্থার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে দুটি আলাদা বিবৃতি দিয়েছে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি। শুক্রবার ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচবি রোড) পুলিশের হেনস্থার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। একইভাবে নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতিও। দুটি সংগঠনের দাবি, ১০৩২৩'র যৌথ মঞ্চের ডাকে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে ৭২দিন ধরে চলা লাগাতার গণধর্না মঞ্চ বিজেপি জোট সরকারের প্রশাসন ন্যক্কারজনকভাবে আক্রমণ করে ভেঙে দিয়েছিল। এই আক্রমণের প্রতিবাদেই বহস্পতিবার কালো দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল কর্মচ্যুত শিক্ষকরা। সিটি সেন্টার এবং কৈলাসহরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা কালো দিবস পালনে রাস্তায় নেমেছিলেন। কিন্তু তাদের উপর পুলিশি জুলুম নামিয়ে আনা হয়। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং কথা বলার স্বাধীনতা কমে গেছে। বামপন্থী দুটি শিক্ষক সংগঠনই রাজ্য সরকারের কাছে ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরিবারের জন্য মানবিক হতে আবেদন করা হয়েছে। তবে বহুদিন পর বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলি ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন।

— 8**১**გ

সং	ংখ্যা	া ব্য	বহ	13	কর	(७	20	, Y I
প্র	তী	है ज	ারি	এ	বং	কল	ि	۲ ا
(२	াকে	৯	সং	ংখ্য	াটি	এব	চ বা	রই
ব্য	বহা	র ব	<u>চরা</u>	যা	ব।	নয়া	ট ও	X
•	ব্ল	কও	ও এ	কৰ	ার	ই ব	্যবং	হার
ক	রা	যা	ব ১	उ च्	এ	কই	নয়	য়টি
সং	খ্যা	12	ফিত	াভা	বে	এই	ধাঁং	গটি
য	कि	٩	বং	ব	দ	(4	ওয়	ার
1 2	_							
~	_	<u>।</u> কৈ	মে	,ন পূ	গুরণ	কর	যা	বে।
প্রা	ক্রয়	াকে			_			
প্ৰ	ক্রয়		83		_			র
প্রা	ক্রয়	াকে		6	এ	র উ		
প্র স 8	ক্র ংখ 3	াকে 1	8 \	5	<u>এ</u>	র উ	ই 7	র 9
প্র স ৪ 2	ক্র ংখ 3 7	了 1 4	2 9	5 8	6	4 5	7 6	র 9 3
श्री 8 2 5	ক্র ংখ 3 7 6	了 1 4	2 9	5 8 4	6 1 3	4 5 1	7 6 2	9 3 8
8 2 5 3	ক্র ংখ 3 7 6	1 4 9	2 9 7	5 8 4 6	6 1 3 2	4 5 1 9	7 6 2 4	9 3 8 5
8 2 5 3 9	ক্র ংখ 3 7 6 8 4	1 4 9 7 6	2 9 7 1 5	5 8 4 6	6 1 3 2 8	4 5 1 9 7	7 6 2 4 1	9 3 8 5 2
8 2 5 3 9	で記 ママ 3 7 6 8 4 2	1 4 9 7 6	2 9 7 1 5 4	5 8 4 6 3	6 1 3 2 8 7	4 5 1 9 7 3	7 6 2 4 1 8	9 3 8 5 2 6

খালি বাড়িতে

চোরের হাত

সাফাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই,

২৮ জানুয়ারি।। নিশিকুটুস্বদের

বাড়বাড়স্ত রাজ্যজুড়ে অব্যাহত

রয়েছে। নৈশকালীন কারফিউর

মধ্যেও জারি রয়েছে চুরির ঘটনা।

বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে

হাতসাফাই করল চোরের দল। ঘটনা

বৃহস্পতিবার রাতে খোয়াই

দুর্গানগরস্থিত শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন

স্কুলের পেছনে। ঘটনার বিবরণে

জানা যায়, মেয়ের পড়াশোনা সূত্রে

আগরতলায় থাকতে হয় প্রশান্ত কুমার

সোম-সহ তার স্ত্রীকে। এই সুযোগকে

কাজে লাগিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে

তার ঘরে প্রবেশ করে চোরের দল

হাতসাফাই করে। প্রায় ৩০ থেকে ৪০

হাজার টাকার মূল্যবান সামগ্রী চুরি

করে নিয়ে যায় চোরের দল বলে দাবি

প্রশান্ত কুমার সোমের। সকালে

আগরতলা থেকে চুরির খবর পেয়ে

বাড়িতে ছুটে আসেন তিনি এবং তার

স্ত্রী। জানানো হয় পুলিশকে। বলা বাহুল্য খোয়াই শহরে বেশ কয়েকদিন

যাবত আবারো সক্রিয় হয়ে উঠছে

চোরের দল। এক্ষেত্রে রাতে শহরে

আরো নিরাপত্তা বাডানোর দাবি

দুর্ঘটনায় গুরুতর

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

মেলাঘর, ২৮ জানুয়ারি।। পর পর

একই জায়গায় দুটি দুর্ঘটনা।

মেলাঘর-সোনামুড়া সড়কের

ইন্দিরানগর এলাকায় শুক্রবার

সকালে প্রসেনজিৎ দাস (২৩) নামে

এক যুবক দুর্ঘটনায় আহত হন। তার

বাড়ি মেলাঘর ঠাকুরপাড়া এলাকায়।

টিআর০৭সি৫৫৫৫ নম্বরের বাইক

নিয়ে সোনামুড়া থেকে মেলাঘরের

দিকে আসছিল ওই যুবক। রাস্তার

পাশে দাঁড় করানো দুটি ড্রামের সাথে

তার বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে প্রায়

৩০ মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন

প্রসেনজিৎ। পরে মেলাঘর ফায়ার

সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার

করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে

আসেন। সেখান থেকে পরবর্তী সময়

তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা

হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন এই

জায়গায় পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

হাসপাতালের

সামনে নেশার

কারবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কমলাসাগর, ২৮ জানুয়ারি।।

বর্তমান সময়ে মদ এবং নেশার

ট্যাবলেটের আসর পবিত্র স্থান থেকে

আরম্ভ করে কোন জায়গায় বাদ

যায়নি। এবার প্রকাশ্যে হাসপাতালের

সামনের ওষুধের দোকানে সন্ধ্যা রাত

হলেই অর্ধেক রাত পর্যন্ত মদ এবং

নেশার ট্যাবলেটের আসর জমাচ্ছে।

যার ফলে একদিকে রোগীদের মধ্যে

যেমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে,

অন্যদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে

রোগীর আত্মীয়পরিজনদের মধ্যে।

পাশাপাশি বাদ যায়নি পথচলতি

জনগণের মধ্যেও। এরূপই একটি

ঘটনা গত কয়েক মাস যাবত দেখা

যাচ্ছে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের

পাশের ওষুধের দোকানে। যার ফলে

একদিকে রাত্রিবেলা রোগীর

আত্মীয় পরিজনরা যেমন আতঙ্ক

নিয়ে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে

অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মধ্যেও

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি

বাদ যায়নি মধুপুর হাসপাতালের

কর্তব্যরত চিকিৎসকরাও। ঘটনার

বিবরণে খবর মধুপুর প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশে রয়েছে কতগুলি

ওযুধের দোকান। আর সন্ধ্যা রাত

হলেই একাংশ দোকানের মধ্যে

স্থানীয় এবং কিছু উচ্ছৃংখল যুবক

বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সে

দোকানে নিত্যদিন রাত্রিবেলা আসর

জমাচ্ছে। তার ফলেই বিভিন্ন জায়গা

থেকে রোগীরা এসে আতঙ্ক অবস্থায়

রোগীদের নিয়ে হাসপাতাল প্রবেশ

করছে। গত কয়েকদিন পূর্বে সেই

ওষুধের দোকানের আসর থেকেই

একদল বখাটে যুবক অতিরিক্ত

মদ্যপান এবং নেশার ট্যাবলেট খেয়ে

এক দম্পতির উপর আক্রমণ চালায়

বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে

মধুপুর থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত

কয়েকমাস পূর্বে মধুপুর থানা থেকে

দুইজন পুলিশ দেয়া হয়েছিল

রাত্রিকালীন অবস্থায় থাকার জন্য।

কিন্তু বর্তমানে কোন পুলিশের প্রহরার

ব্যবস্থা নেই, যার ফলে ওই এলাকাটি

বর্তমানে ট্যাবলেট এবং নেশাখোরদের

দখলে চলে গেছে। এখন দেখার বিষয়

পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় কিনা।

উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

প্রয়াত কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে সুদীপ-আশিস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী আমির খান। বাড়ি বিশালগড়ের রঘুনাথপুরে। বৃহস্পতিবার রাতে

বিলোনিয়ায়

মামলার সব ধরনের তথ্য পাওয়া

যাবে বলে জানা যায়। সাব্রুম

আদালতেও শনিবার সকাল

এগারোটা নাগাদ ই সেবা কেন্দ্রের

উদ্বোধন করা হবে। সেখানেও

ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি

শুভাশিস তলাপাত্র ও টি অমরনাথ

গৌড় উপস্থিত থাকবেন। সাব্রুম

আদালতের ই-সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন

করার পর বিলোনিয়া আদালতে

হ-সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনা অনুষ্ঠানে

উপস্থিত থাকবেন বলে জানান

বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা

আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর

সফল অস্ত্রোপচার

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৮

জানুয়ারি।। চোখের রোগীদের নানা

চক্ষু সমস্যার চিকিৎসা এখন

নিয়মিতভাবে রাজ্যের আগরতলা

গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ

অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চক্ষু

বিভাগে করা হচ্ছে। এছাড়া

হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে চোখের

ধারাবাহিকভাবে করা হচ্ছে। গত

২৭ জানুয়ারি আগরতলা গভর্নমেন্ট

মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি

হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ

ফণী সরকারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল

টিম মোট ৩৪ জনের চোখের ছানির

অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের

পর বর্তমানে সকলেই সুস্থ আছেন।

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক

দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজে

এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অস্ত্রোপচারও

ছানির

আখতার হোসেন মজুমদার।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। শুক্রবার দুপুরে প্রয়াতের বাড়িতে আসেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা জানান। সুদীপ রায় বর্মণ বলেন,

ও সিপিআইএম নেতা পার্থ প্রতীম মজুমদার-সহ অন্যান্যরা। এদিন তারা প্রয়াতের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে তাদের সমবেদনা

প্রয়াত আমির খান ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যের মত। তার সঙ্গে বর্মণ পরিবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমির খানের মৃত্যুর কথা শুনে শোকাহত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণও। তার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি শোক ব্যক্ত করেছেন। সুদীপ রায় বর্মণ জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে সমীর রঞ্জন বর্মণ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসতে পারেননি। তবে পরলোকে তার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। এদিন বিধায়করা আমির খানের বাড়িতে আসতেই আরও প্রচুর সংখ্যক মানুষ আসেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। করইমুড়া কবরস্থানে প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এদিকে, রতননগরের বাসিন্দা আবুল হাসেমও ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তার বাড়িতে গিয়েও সমবেদনা জানান সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহারা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দু'জন বাইক চালক। তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকায় শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। টিআর০৬বি৬২৪২ নম্বরের বাইকটি তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। সেই বাইকে ছিলেন সুৱত চক্ৰবতী। টিআর০৬সি৬১৮২ নম্বরের বাইকটি ত্রিশাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই বাইকে ছিলেন প্রীতিময় সরকার। ইচারবিল এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুই বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন অগ্নি নির্বাপক দফতরে। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা

হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

দু'জনের মধ্যে সুব্রত চক্রবতীর

আঘাত গুরুতর। তার বাড়ি

তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম

কলোনি এলাকায়। অপরদিকে

প্রীতিময় সরকারের বাড়ি তুইসিন্দ্রাই

এলাকায়। তাদের দুই বাইক আটক

দুই বাইকের সংঘর্ষে আহত ২

করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক দুই করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ব্লক এলাকার প্রচুর সংখ্যক কৃষক ক্ষতিগ্রস্তের তাদের উৎপাদিত ধান নিয়ে ছুটে আসেন নিৰ্দিষ্টস্থানে। কালাছড়া বাড়িতে বিধায়ক ব্রকের প্রত্যেকরায় কমিউনিটি হলের সামনে তিনদিনের ধানক্রয় কর্মসূচিতে মোট ৪০০ কৃষক প্রাথমিকভাবে নাম নথিভুক্ত করেন। কিন্তু দু'দিনে মাত্র ১০০ কৃষকের ধান ক্রয় করা হয়েছে। বাকি কৃষকরা এখনও লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার পাশে ধানের বস্তাগুলি ফেলে রেখে কৃষকরা ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। না খেয়ে দেয়ে কৃষকরা অপেক্ষায় থাকেন কখন তাদের ডাক পড়বে। মূলত কৃষি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের গাফিলতির কারণেই কৃষকরা

গভাছড়া ২৮ জানুয়ারি।। গত বৃহস্পতিবার গভাছড়া সরমার নিখিল সরকারপাড়ার সুবল সরকারের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। শুক্রবার তার বাড়িতে আসেন এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শাসকদলীয় বিধায়ক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়কের সাথে ডম্বুরনগর ব্লকের বিডিও এ ডার্লং-ও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে সুবল সরকারের বসতঘরে আগুন লেগেছিল। এই ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে যায়। এমনকী প্রয়োজনীয় নথিপত্রও রক্ষা করা যায়নি।

চালকের তাণ্ডব প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি।। মদমত্ত চালকের তাগুবে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় একজন চালক গাড়ি নিয়ে এসে গালিগালাজ শুরু করে দেয়।বাজারের লোকজনের সাথে অযথা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে সেই চালক। যার ফলে বাজারের পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরবর্তী সময় সবাই বুঝতে পারেন ওই গাড়ি চালক সুস্থ অবস্থায় নেই। তাই তাকে পরবর্তী সময় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সেই গাড়ি চালকের নাম রবীন্দ্র সূত্রধর। তার বাড়ি সেকেরকোট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

মৎশিল্পীদের। মৎশিল্পী সজলবাব আরো জানিয়েছেন দ্রব্যমূল্য বন্ধির বাজারে প্রতিমা তৈরীর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধি পায়নি মূর্তির মূল্য। ফলে এক প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন তারা। এদিকে প্রতিবছর এমন সময়ে যে ধরনের মূর্তির বায়না আসতো এবছর তেমনটা হয়নি। ফলে অনেকটাই অনিশ্চয়তায় ভুগছেন মৃৎশিল্পীরা। আশা করা যাচ্ছে দিন যতই এগিয়ে আসবে কিছুটা হলেও মূর্তি বাইনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

Notice Inviting e-Tender

The undersigned is hereby invite e-tenders from interested, resourceful and experienced suppliers / manufacturers for "Supply & Installation of Measurement laboratory Equipments". Tender ID- 2022_WPH_25914_1. Bid submission end date: 14/02/2022 upto 5.00 PM. For details kindly visit the website https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible Dr. Tirtharaj Sen Principal Women's Polytechnic Hapania, Agartala

puted firms / agencies / suppliers / Co-operative Societies for stationery items / articles to the Directorate of Tribal Welfare, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala. Detailed quotation notice, schedules and documents can be obtained from https./ /twd.tripura.gov.in. Last Date of submission of the quotation: 14-02-2022 upto 3.00 PM.

> Sd/- Illegible Director, Tribal Welfare Department Government of Tripura

ধান বিক্রি করতে না পেরে হতাশ কৃষকরা

চুরাইবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি।। ধান বিক্রি করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হলেন কৃষকরা। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও নিরাশ হয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়।উত্তর জেলার কদমতলা এবং কালাছডা ব্লক এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আবদ্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে আবার মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের ঘেরাও মুক্ত করা হয়। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় রাজ্য সরকারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু একাংশ আধিকারিকের কারণে সেই পদক্ষেপ অনেক জায়গায় মার



খাচ্ছে বলে অভিযোগ। এভাবে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ঘোষণা চলতে থাকলে আগামী দিনে কৃষকরা ধান বিক্রি করতে আসবেন কিনা তা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেন আধিকারিকরা এভাবে কৃষকদের হয়রানি করছেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর পেছনে অন্য কোন অভিসন্ধি লুকিয়ে নেই তো। কেউ কেউ আবার আশঙ্কা করছেন এর পেছনে সরকারকে কালিমালিপ্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় কৃষকরা কমিউনিটি হলে আধিকারিকদের

করার চক্রান্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। কারণ এই কর্মসূচি যদি পুরোপুরিভাবে সফল হয়ে যায় তাহলে সব অংশের কৃষকের সমর্থন বর্তমান সরকারের উপরই থাকবে। আর কর্মসূচি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক উৎপাদিত ধান সরকারকেই বিক্রি করবে। তাই সেই উদ্দেশ্য যাতে চরিতার্থ না হয় সেই কারণেই কি কৃষকদের হয়রানি

বাগদেবীর আরাধনায় মন্দার ঘনঘটা, উদ্বেগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ভাইরাসের দাপাদাপিতে সাধারণ তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। হাতে-গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তারপরই বিদ্যার দেবী সরস্বতী মায়ের পুজো। জ্ঞানের এ বছর তেমনভাবে উদ্যোগী হয়ে আলো ছড়াতে আসছে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী। কয়েকটা দিন পরেই বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী পূজোয় মাতোয়ারা হবে ছাত্র-ছাত্রী থেকে

মানুষজনদের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, ফলে ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের ন্যায় পুজো করতে আগ্রহী নয়। ফলে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। দ্রসমূল্য বৃদ্ধির বাজারে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে



তাই মূর্তিপাড়ায় চলছে প্রতিমা তৈরীর চরম ব্যস্ততা। বাগদেবী সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে মূর্তিপাড়ার মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরীতে ব্যক্ত। এমনটাই চিত্র পরিলক্ষিত হল তেলিয়ামুড়া মহকুমার শিববাড়ি এলাকায়। শিববাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী সজল রুদ্রপাল জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যার দেবী সরস্বতী মূর্তির চাহিদা কম, এর জন্য তিনি অবশ্য দায়ী করেছেন করোনা মহামারীকে। করোনা

ICA-C-3525-22

ICA-C-3519-22

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are invited from registered and re-

দুই বিচারপতি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানুয়ারি দুপুরে সিপাহিজলা জেলা বিশালগড়/চড়িলাম, ২৮ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানুয়ারি।। অবশেষে বিশ্রামগঞ্জ বিলোনিয়া, ২৮ জানুয়ারি।। সাধারণ থানার পুলিশ বিদ্যুৎ কর্মীকে পিষে মানুষদের আরো সহজে পরিষেবা মারার ঘটনার অভিযুক্ত বলেরো প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্বোধন হতে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করতে চলেছে ই-সেবা কেন্দ্র। বিভিন্ন সক্ষম হয়েছে। শুক্রবার রাতে ধরনের মামলা বিষয়ক বিষয়াদির বিশালগড় করইমুড়া এলাকায় তথ্য যাতে সাধারণ নাগরিকরা বোনের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার সহজেই পেয়ে যান সেদিকে লক্ষ্য করা হয়। অভিযুক্ত চালকের নাম রেখেই এই সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন মামন মিয়া। তার গাড়িটিও পুলিশ হতে চলেছে। আগামীকাল দুটি আটক করেছে। টিআর০১ভি ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে ১৬৭৪ নম্বরের গাড়িটি করইমুড়া যাচ্ছে। বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা থেকেই আটক করে বিশালগড় আদালতে ই-সেবা কেন্দ্রের থানায় নিয়ে আসা হয়। ধারণা করা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা হচ্ছে, অভিযুক্ত চালক সেই গাড়ি হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস দিয়ে অবৈধ কারবার চালিয়ে তলাপাত্র ও টি অমরনাথ গৌড় যাচ্ছিল। গত দু'দিন ধরে পুলিশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত তাকে জালে তোলার জন্য চেষ্টা থাকবেন বলে জানা যায়। শনিবার চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ ই-সেবা কেন্দ্রটি রাতে তাদের চেস্টা সফল হয়। বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা অভিযুক্তকে শনিবার বিশালগড় আদালতে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। আদালতে পেশ করা হবে। গত ২৬ সাড়ির ছবি ধরা পড়ে। ওই দিন চায় না গাড়ি চালক। মামলা মোকদ্দমার সাথে যুক্ত জনগণের সুবিধার জন্য ই-সেবা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এখান থেকে

পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে বিদ্যুৎ কর্মী শান্তি দেববর্মার মৃত্যু হয় সেই গাড়ির চাপায়। ঘটনার পর



ঘাতক বলেরো গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবে রাস্তায় লাগানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজে অবরোধ করেছিল। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে এলাকাবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খুব শীঘ্ৰই গাড়িটি আটক করা হবে। এমনকী এলাকাবাসী পুলিশকে ৪৮ ঘন্টা সময়ও বেঁধে দিয়েছিল। তাদের কথা অনুযায়ী এই ধরনের নম্বরবিহীন গাড়ি সব সময় রাস্তা দিয়ে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কের না। এ সব গাড়িগুলো সাধারণত গরু পাচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে গাড়িগুলি যখনই রাস্তায় বের হয় গতি থাকে অনেকটাই বেশি। যাতে করে পুলিশ গাড়ি আটক করতে না পারে। অন্য কোন যানবাহন কিংবা পথচারী তাদের সামনে এসে পড়লেও দাঁড়াতে

ঘটনার পরই এলাকাবাসী সেই গাড়ি

আটকের দাবিতে জাতীয় সড়ক

বেহাল রাস্তায় দুভোগে পড়ুয়া-

সোনামূড়া, ২৮ জানুয়ারি।। রাস্তার তেলকাজলা উচ্চ মাধ্যমিক বেহাল দশায় ভুগছে ছাত্ৰছাত্ৰী-সহ এলাকাবাসীরা। যে রাস্তা ধরে স্কুলে যাওয়া হয় তার দৈর্ঘ্য যেখানে ৫০০ মিটার কিন্তু রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে অন্য পথ দিয়ে দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। সোনামুড়া মহকুমার মোহনভোগ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ডেপার জমির মাঝখানে দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তাটি ভেঙে বড় বড় গর্তে পরিণত হওয়ার ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ বড় বিপাকে পড়েছেন। দীর্ঘ দুই বছর ধরে রাস্তাটির এই অবস্থা। কিন্তু রাস্তাটির দৈর্ঘ্য হবে মাত্র ৫০০ মিটার। কিন্তু এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাস্তার মধ্যেই বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। একটা সময় এই রাস্তাটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চলাফেরার সুবিধার স্বার্থে বছর ধরে এ রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। তারপরেও বিদ্যালয় এবং দ্রুতগতিতে প্রধান ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের জীবন বাজি সড়কে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ রাস্তাটি রেখে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তৈরি করা হয়েছিল। এ রাস্তাটি না স্বনেক ছাত্রছাত্রী এই রাস্তাতে



অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষেরা মূল সড়কে যাওয়ার জন্য দু'কিলোমিটার পথ বেয়ে যেত। কিন্তু এই রাস্তাটি থাকার ফলে সে

থাকার ফলে তৎকালীন সময়ে উক্ত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাস্তাটির এত সমস্যা থাকার পরেও নিচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ করছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কোন ভূমিকা

ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু দুই রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি উঠেছে। চাম্পামুড়া এলাকায়।

প্রেস রিলিজ, উদয়পুর, ২৮ জানুয়ারি।। কৃষি, সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে জাতি-জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। রাজ্য সরকার জাতি-জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শুক্রবার উদয়পুরের মণিতাংবাড়িতে দুইদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সেঙ্বরেক উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। তিনি বলেন, সংস্কৃতি হলো সমাজের দর্পণ। তাই সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। রাজ্য সরকার জনজাতিদের সামগ্রিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সেইগুলি রূপায়ণ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এমডিসি শিবসংলিয়ান কাইপেঙ বলেন, জনজাতিদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া এদিন মণিতাংবাড়িতে নির্মিত জয়

বাবা সেঙ্করেক মন্দিরেরও উদ্বোধন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রিয়াং সমাজের রাই দেবরাম রিয়াং. কলই সম্প্রদায়ের রাই মঙ্গলপদ কলই, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের নারাণ বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, জমাতিয়া হদা অক্রা মলিন্দ্র মোহন জমাতিয়া, সমাজসেবক বাগান হরি মলসুম, ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের যোগেন্দ্র দেববর্মা, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের অক্রা জন কুমার নোয়াতিয়া, গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা প্রমুখ। বক্তারা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন মলসুম দফার সম্পাদক চন্দ্র কৃষ্ণ মলসুম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মলসুম দফার রাই মদন হরি মলসুম। উল্লেখ্য, এ বছর কোভিড অতিমারীর জন্য খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

নেশা বিরোধী অভিযানে প্রমীলা বা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। নেশার বাড়বাড়ন্তে তেলিয়ামুড়ার নাগরিকরা খুবই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। কারণ পুলিশ নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে ততটা কঠোর নয়। বিভিন্ন সময় গাঁজা বোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিশ কর্তারা নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিলেও তেলিয়ামুড়ার অলিগলিতে নেশা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে এখনও। তাই শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডের নাগরিকরা, বিশেষ করে মহিলারা নেশা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করেন। তারা তেলিয়ামুড়া



রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ভূষণ দেবনাথ নামে এক যুবককে আটক করেন। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট। উত্তম-মধ্যম দিয়ে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন মহিলা জানান, একমাত্র নেশার কারণে ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এলাকার একাংশ যুবকরা নেশার প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা ঘর থেকে বিভিন্ন

সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে নেশার টাকা যোগান দেয় নেশা সেবনকারীরা। তাদেরকে কোনভাবেই বাগে আনা যাচ্ছে না। নেশার কারণে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলেও মহিলাদের

আসে ভূষণের নাম। তার পর ভূষণকেও আটক করা হয়। নাগরিকরা জানিয়েছেন, পুলিশ যদি সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতো তাহলে নেশার কারবার বন্ধ করতে অনেকটাই সক্ষম হতেন সবাই। এখন পুলিশ নেশার কারবারিদের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় নাগরিকরা। তারা চাইছেন পুলিশও যাতে এই ধরনের অভিযান জারি রাখে।

অভিযোগ। জানা গেছে, এদিন

এলাকারই এক যুবক ভূষণের কাছ

থেকে নেশার ট্যাবলেট বিক্রি করতে

যাচিছল। তখনই এলাকাবাসী

তাকে ধরে ফেলে। তাকে

উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর বেরিয়ে

৬

এক নজরে

চাকরির খবর

গ্রেড-টু (ইএসআইসি)

শূন্যপদঃ ১৫৭টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পিজি ডিগ্রি

বয়স ঃ অনুধর্ব ৪৫ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নামঃ **কনস্টে বল**

(পুরুষ, মহিলা) ত্রিপুরা

পুলিশ,

শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক

পাশ (এসসি/ এসটি এবং

বিশেষ ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণি পাশ),

বয়সঃ ১৮-২৪ বছর (বিশেষ

ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী

৩-৬ বছরের ছাড় রয়েছে),

পৃথক পৃথক দিনে জেলা ভিত্তিক

সরাসরি রিক্রুটমেন্ট র্যালী শুরু

হবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **নন্**-

এক্সিকিউটিভ (শিপ-বিল্ডার্স),

শুন্যপদ ঃ ১৫০১টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি

বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়

রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সর্ট সার্ভিস**

কমিশন, এক্সিকিউটিভ,

আইটি (নেভি),

শুন্যপদ ঃ ৫০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি,

লিখিত পরীক্ষা ও

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ

কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার**

(রেল মন্ত্রক)

শুন্যপদ ঃ ১০৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই,

বিটেক পাশ, অভিজ্ঞতা

থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,

বয়স ঃ ২১-৪৮ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ

সু পারভাইজর

(আইসিডিএস, ত্রিপুরা),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে.

শুন্যপদ ঃ ৩৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/

বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/

বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি

গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,

নম্বরের কোনও কড়াকড়ি

নেই, তবে বাংলা/ ককবরক

ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয়

যোগ্যতা প্রয়োজন,

বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর

(বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি

নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড়

রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার

শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত

পরীক্ষা, তারিখ পরে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ এমটিএস,

এলডিসি (ইএসআইসি),

শুন্যপদ ঃ ৪৩১৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক

পাশ থেকে শুরু,

বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়

রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0-00--0--0

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিন** ড্রাইভার, ফায়ারম্যান (কোস্টগার্ড)

শূন্যপদ ঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,
উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়
রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০ * পদের নাম ঃ **এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট**

(সচিবালয়),
টিপিএসসি'র মাধ্যমে,
শূন্যপদঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে
৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার
দক্ষতা থাকতে হবে,
বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী
ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ
তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত

হবে। ০--০--০--০ * পদের নাম ঃ **আশা কর্মী (বহিঃ রাজ্য)**

বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত

পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো

শূন্যপদ ঃ ২৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক

বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,

শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ০--০--০-

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, কুক,** বার্বার (ডিফেন্স) শন্যপদ ঃ ৬৫টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,
উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়
রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর
কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে। ০--০-০-০-০-০ * পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস** (রেল ফ্যাক্টরি)

শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়

রয়েছে),
অনলাইনে দরখান্তের শেষ
তারিখ ৩১ জানুয়ারি,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ
কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০-* পদের নাম ঃ **অপারেটর (কোলফিল্ড)** শুন্যপুদ্ম ঃ ৩০৭টি

শূন্যপদ ঃ ৩০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক,
আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর
(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী
ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর
কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে। ০--০-০--০--০ * পদের নাম ঃ **ল্যাব**

* পদের নাম ঃ **ল্যাব**টেকনেশিয়ান, এস.টি.এস
(বহিঃরাজ্য)
শুন্যপদ ঃ ২৯৮০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
উচ্চমাধ্যমিক, ডিএমএলটি,
ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর
(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী
ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ
তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর
কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে
জানানো হবে।

০--০--০--০ * পদের নাম ঃ স্পেশালিস্ট

ত্রিপুরা পুলিশে ৫০০ জন কনস্টেবল নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা পুলিশে কনস্টেবল (পুরুষ, মহিলা)পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি রিক্রুটমেন্ট র্যালীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ (এসসি/ এসটি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণি পাশ), বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৩-৬ বছরের ছাড় রয়েছে), পৃথক পৃথক দিনে জেলা ভিত্তিক সরাসরি রিক্রুটমেন্ট র্য়ালী শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ — কনস্টেবল (পুরুষ ও মহিলা) - মোট শূন্যপদ ৫০০টি। এর মধ্যে ৯টি তফশিলি জাতি (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে ন্যুনতম ১ জন মহিলা সহ। ১৮৩টি তফশিলি উপজাতি (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে ৭ জন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ১৯ জন মহিলা সহ। এছাড়া, ৩০৮টি পদ অসংরক্ষিত। এর মধ্যে ৮ জন এক্স-সার্ভিসম্যান এবং ৩১ জন মহিলা সহ। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল, এক্স-সার্ভিসম্যান, পুরুষ-মহিলা সবাই সরাসরি নিয়োগ র্যালীতে অংশ নিতে পারবেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০২২-এর হিসেবে ১৮-২৪ বছর।তবে এসসি/ এসটি, এসপিও (বিশেষ পুলিশ অফিসার) এবং ১০,৩২৩ জন অ্যাড-হক বহিস্কৃত শিক্ষক প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিথিলতা পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে এসসি/এসটি এবং এসপিও (বিশেষ পুলিশ অফিসার)প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৮ম মান পাশ হলেও ব্যালীতে অংশ নেওয়া যাবে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষ (জেনারেল/ এসসি) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৩১ ইঞ্চি , ফুলিয়ে ৩৩ ইঞ্চি। এসটি। পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি । বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৩০ ইঞ্চি, ফুলিয়ে ৩২ ইঞ্চি। মহিলা এবং রূপান্তরিত লিঙ্গ (ট্র্যানস্জেন্ডার) প্রার্থীদের ক্ষেত্রেঃ জেনারেল/ এসসি প্রার্থীর জন্য দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট। এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি। রূপান্তরিত লিঙ্গ (ট্যানসজেন্ডার) প্রার্থীদের একই যোগ্যতা/ মান সহ মহিলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং নির্বাচন পদ্ধ তি অন্যান্য মহিলা প্রার্থীদের মতই হবে। পদগুলি গ্রুপ-সি (ননগেজেটেড/ ননমিনিস্ট্রিয়াল)। বেতনক্রম ত্রিপুরা রাজ্য পে-মেট্রিক্স, ২০১৮ লেভেল ৬, সেল ০১ অনুযায়ী। প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক সহনশীলতা পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের ওপর ভিত্তি করে মেধার ভিত্তিতে। পিইটি বা শারীরিক সহনশীলতার পরীক্ষায় পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকবে ২১ মিনিটে ৪ কিমি দুরত্ব দৌড, ১৪ ফুট দুরত্বে লং জাম্প, ১৮ ফুট দূরত্বে শট পুট (৭.২৬ কেজি ওজনের), ৪ ফুট উচ্চতায় হাই জাম্প, সর্বোচ্চ ২টি প্রচেস্টায় একযোগে ৫টি পুল আপ। মহিলাদের

ক্ষেত্রে সাড়ে ৯ মিনিটে ১.৬ কিমি দূরত্ব দৌড, সাড়ে ১০ ফুট দূরত্বে লং

জাম্প, সাড়ে ১৪ ফুট দূরত্বে শট পুট (৪ কেজি ওজনের), ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতায় হাই জাম্প, ৩০ সেকেন্ড সময় ধরে বার দ্বারা ঝুলন্ত। সফল হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। সেখানে সর্বোচ্চ নম্বর রাখা হবে ৮৫। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। বিষয় সহ আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ডাকা হবে পার্সোনালিটি টেস্ট বা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পরীক্ষায় এতে সর্বোচ্চ নম্বর ১৫ রাখা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান নির্দিষ্ট সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকশিত হবে। প্রার্থীদের শারীরিক যোগ্যতা ও সম্থাম্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জ্ঞান থাকতে হবে। নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী পুরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের নকল স্ব-প্রত্যয়িত (সেল্ফ অ্যাটেস্টেড) করে হাতে নিয়ে নিয়োগ র্যালীতে আসতে হবে। এছাড়া সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছবি (এক কপি দরখাস্তের সঙ্গে লাগানো থাকবে)। দরখাস্তের বয়ান, পূরণ করার কৌশল, বয়স, যোগ্যতা, শারীরিক মাপঝোক, বেতনক্রম, প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের তালিকা, পরীক্ষার নম্বর বিভাজন ইত্যাদি সমস্ত িকিছুই পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এফ. ৪২(৫) - পিডি/ ২০০৪ (পি)/ ২৫৫৫। তারিখ ১০-০৯-২০২১। উল্লেখ্য, পশ্চিম জেলার প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ র্যালী অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার অরুন্ধুতি নগরস্থিত পুলিশ গ্রাউন্ডে। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৭-৮ ফেব্রুয়ারি। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ৯-১২ ফেব্রুয়ারি। খোয়াই জেলার প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ র্য়ালী অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব রামচন্দ্রঘাট কলোনি জে.বি. স্কুল গ্রাউন্ডে। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি। ধলাই জেলার প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ র্য়ালী অনুষ্ঠিত হবে আমবাসাস্থিত কুলাই দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল মাঠে। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ২১-২২ ফেব্রুয়ারি। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি। ঊনকোটি জেলার প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ র্যালী অনুষ্ঠিত হবে কুমারঘাটস্থিত পাবিয়াছ্ড়া দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল মাঠে। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ২৮ ফব্রুয়ারি - ১ মার্চ। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ২-৪ মার্চ। উত্তর জেলার প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ র্যালী অনুষ্ঠিত হবে পানিসাগরস্থিত আঞ্চ লিক ইনস্টিটিউট শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৭-৮ মার্চ। পুরুষ প্রার্থীদের জন্য ৯-১১ মার্চ। দক্ষিণ জেলা, গোমতি জেলা ও সিপাহিজলা জেলার প্রার্থীদের র্যালীর স্থান ও তারিখ ঘোষণা করা হলেও করোনা ও ওমিক্রন বিধির কারনে তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবতী সময়ে অবশ্যই তা পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে

এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল মন্ত্রকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, **আগরতলা।।** সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূৰ্তে সহস্ৰাধিক হলেও রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৬িট, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছক উপযক্ত প্রার্থীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩১ জানয়ারি। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা

যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস'ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন বা ফ্যাক্টরি অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চাল করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মহর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নন্ধরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধ তির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস টেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহান করা হয়েছে। সম্প্রতি রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-১২-২০২১-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস'ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এ-১/ ২০২১। তারিখ ১১ জানয়ারি. ২০২২। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ফিটার, শন্যপদের সংখ্যা ৪টি। পদগুলি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২)ঃ টেড ওয়েল্ডার (গ্যাস এন্ড

পদটি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ১৩টি। এর মধ্যে ২টি এসটি'র জন্য, ৮টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪)ঃ ট্রেড পেইন্টার (জি), শূন্যপদের সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ২টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড কার্পেন্টার, শূন্যপদের সংখ্যা ৩টি। এর মধ্যে ২টি এসটি'র জন্য, ১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড মেকানিক মোটর ভেহিকল, শুন্যপদের সংখ্যা ৩টি। এর মধ্যে ১টি এসটি'র জন্য, ১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শুন্যপদের সংখ্যা ৭টি। এর মধ্যে ১টি এসসি'র জন্য, ২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮)ঃ টেড ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, শূন্যপদের সংখ্যা ৯টি। এর মধ্যে ১টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি ও ২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ ট্রেড এসি এন্ড রেফ্রিজারেটর মেকানিক, শুন্যপদের সংখ্যা ১টি। পদটি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সব মিলে ৬টি করে শূন্যপদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী

ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য।

ইলেকট্রিক), শূন্যপদের সংখ্যা ১টি।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে ?

আগরতলা।।* কোস্টগার্ডে **ইঞ্জিন** ড্রাইভার, ফায়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ नम्रत 'হাই/হ্যালো' लिए মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত** চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে এল.

তি. আাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট
পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত
জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক
পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে
৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার
দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮ ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি
নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড়
রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত
বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৬টি শহরে
লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে
জানানো হবে।

জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে **আশা কর্মী** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় র্য়েছে), ডাক্যোগে দর্খাক্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ডিফেন্সে **এমটিএস, কুক, বার্বার** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুবো,
আগরতলা। * কোস্টগার্ডে ইঞ্জিন
ছাইভার, কায়ার ম্যান পদে
নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত
জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক,
উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
ড্রাইভিং লাইসেক্স থাকতে হবে,
বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ত্যনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ
ত১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের
ত১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
ক্রান্ত্র প্রতিবান্তানা হয়েছে,
ক্রান্ত্রার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
ক্রান্ত্রার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
ক্রান্ত্রার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
আন্বারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **ল্যাব**টেকনেশিয়ান, এস.টি.এস পদে
নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত
জমা নেওয়া হচেছ। শূন্যপদ ঃ
২৯৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
উচ্চমাধ্যমিক, ডিএমএলটি, ডিগ্রি
পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর
(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুয়ায়ী ছাড়
রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ
তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল
লেটারে জানানো হবে।

* ইএসআইসি-তে স্পেশালিস্ট বেজ-টু পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা পুলিশে কনস্টেবল (পুরুষ, মহিলা) পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি রিক্রুটমেন্ট র্যালীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ (এসসি/ এসটি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণি পাশ), বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৩-৬ বছরের ছাড় রয়েছে), পৃথক পৃথক দিনে জেলা ভিত্তিক সরাসরি রিক্রুটমেন্ট র্যালী শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। * শিপ্ বিল্ডার্স-এ **নন্-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভি-তে সর্ট সার্ভিস
কমিশন, এক্সিকিউটিভ, আইটি
পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে
দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ

ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ
১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে
নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ
১০ ফব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ও
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল

লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে ম্যানেজার পদে
নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত
জমা নেওয়া হচেছ। শূন্যপদ ঃ
১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিই,
বিটেক পাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে
অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ২১৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে
নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ
১১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল
লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। * ইএসআইসি-তে এমটিএস, এলডিসি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৪৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে পরীক্ষা ১৯ জুন ঃ ১৫ দিন আগে এডমিট কার্ড

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রাজ্য সরকারের অধীনে সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। এল ডি অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট পদে নিয়োগের জন্য আগামী ১৯ জুন লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে টিপিএসসি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্যে অনলাইনে দরখাস্তের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। বিশেষ প্রার্থীদের জন্য বয়সের উধর্বসীমায়ও ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। টিপিএসসি-র তরফ থেকে এমর্মে পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়ে এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতূল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। এছাড়া, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৩২৩ এডহক্ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধর্ব ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ১৯ জুন পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো — রাজ্য সরকারের অধীনে ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) এল.ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট - কাম -টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং -০৫/২০২১। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ইচ্ছুক প্রার্থীরা আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি জেনারেল/ ওবিসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। বহিঃরাজ্যে বসবাসকারী ইচ্ছুক প্রার্থীরাও নির্ধারিত পরীক্ষার ফি প্রদান করবেন নেট ব্যাঙ্কিং অথবা প্রাসঙ্গিক যে-কোনও উপযুক্ত পদ্ধ তির মাধ্যমে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা,

সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা বিজ্ঞপ্তি, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই কম্পিউটারে টাইপ টেস্টের জন্য নির্বাচিত হবেন। টাইপ টেস্ট নেওয়া হবে ৫০ নম্বরের। পরে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টি পেপার। প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল নলেজ এন্ড কারেন্ট এফেয়ার্স। প্রতিটি ১০০ নম্বর করে। ২ ঘন্টা করে মোট ৪ ঘন্টার পরীক্ষা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় রাজ্যের ৬টি শহর যেমন - আগরতলা, আমবাসা, বিলোনীয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুরের কোথায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে দেবেন। আগামী ১৯ জুন লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য প্রভিশন্যাল এডমিশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ৪ জুন থেকে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান বা কেন্দ্র কললেটারে জানানো হবে। শৃণ্যপদণ্ডলি হল — আইটেম নং - (০১) ঃ এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট ঃ শূন্যপদ ৫০টি। এর মধ্যে ১১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১৬টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এরপর দুইয়ের পাতায়

মাঠ পরিদর্শনে ক্রীড়



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি ক্রীড়া পর্যদের উদ্যোগে ভোলাগিরির মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।সম্পূর্ণভাবে এই মাঠটি তৈরি হলে শহরে মাঠের অভাব অনেকটাই দূর হবে। শুক্রবার ক্রীডামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই মাঠ পরিদর্শন করলেন। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে এই মাঠটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। পর্যদ

আজ জয়ের লক্ষ্যে

পরিচালিত একটি কোচিং সেন্টারের প্রশিক্ষণার্থীরা এই মাঠেই অনুশীলন করতো। তবে দীর্ঘদিন খেলাধুলা বন্ধ থাকার কারণে মাঠটির ঠিকভাবে পরিচর্যা হয়নি। ফলে ভোলাগিরির এই মাঠটি খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পডেছিল। শেষ পর্যন্ত ক্রীডা পর্ষদ এই মাঠটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এখন অবস্থা অনেকটাই ভালো। এদিন ক্রীডামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী গোটা মাঠ পরিদর্শন করলেন। মাঠটিকে যাতে আবার পুরোপুরি খেলার উপযোগী করে তোলা যায় সেই চেষ্টাও তিনি করবেন বলে জানিয়েছেন। ভোলাগিরির এই মাঠকে অত্যাধুনিক খেলার মাঠ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কি কি করা যায় সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে একটি অত্যাধনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডিটেল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠানোর জন্য

ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বেশিদিন হয়নি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই তরুণ ক্রীড়ামন্ত্রী নিজের ছাপ রাখতে শুরু করেছেন। শুধুমাত্র ইতিবাচক কিছু করার তাগিদে নিয়মিতই কাজ করে চলেছেন। এদিন মাঠ পরিদর্শনকালে ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে ছিলেন ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা এবং তিন উপ-অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত, পাইমং মগ, বনজিৎ বাগচি। ক্রীড়াপ্রেমীরা আশা করছে, ক্রীড়ামন্ত্রীর পরিদর্শনের পর এই মাঠ সংস্কারের কাজে আরও গতি আসবে। খুদে খেলোয়াড়রাও আরও বেশি করে এই মাঠে ভিড় জমাবে। যতদুর জানা গেছে, মাঠের এক প্রান্তে গ্যালারি রয়েছে। বাকি প্রান্তগুলিতে গ্যালারি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের সুবিধার্থে একটি ড্রেসিং রুমও গড়ে তোলা হবে। খুব শীঘ্ৰই কেন্দ্ৰীয় সরকারের কাছে ডিপিআর পাঠানো হবে বলে জানা গেছে

প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন

লালবাহাদুর প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রথম ডিভিশন লিগ শুরুর আগে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারকে নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের একটা প্রত্যাশা ছিল। বিদেশি এবং ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়া লালবাহাদুর শিল্ডে সুবিধা করতে পারেনি। আশা ছিল, লিগে সেই বনেদি লালবাহাদুরকে দেখা যাবে। তবে দুর্ভাগ্য, এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি লালবাহাদুর। একেবারেই ধারাবাহিক নয় দলটি। খুঁড়িয়ে **भूँ फ़िरा** जिल्ह দলটি। ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি। এই অবস্থায় আগামীকাল আসরের দুর্বলতম দল জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা। কিল্লার এক ঝাঁক জনিয়র ফটবলারদের নিয়ে গড়া জুয়েলস লড়াই করার চেষ্টা করছে। তবে অনভিজ্ঞতার অভাব

লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। আইপিএল-এর শেষ পর্বে নাও খেলতে পারেন মইন আলি'রা

তাদের খেলার মধ্যে প্রকট। এরকম

একটি দলের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্য

নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে

লন্ডন, ২৮ জানুয়ারি।। পুরো আইপিএল নাও খেলতে পারেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। এখনও অবধি আইপিএল-এর সূচি ঘোষণা করেনি বোর্ড। তবে লাল বলের ক্রিকেটে অনুশীলন করার জন্য টেস্ট ক্রিকেটারদের দেশে ফেরার ডাক দিতে পারে ইসিবি। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে পর্যন্ত হতে পারে আইপিএল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে শেষ হতে পারে কোটিপতি লিগ। সেই কারণে টেস্ট ক্রিকেটারদের আগে থেকেই দেশে ফিরে আসতে বলবে ইংল্যান্ড

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ব(লের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জানিয়েছেন, যাতে তারা কোন ফাঁদে পা না দেয়। তারপরও কোন কাজ আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বস্তুতঃ ভলিবলের নামে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকদিন আগে একটি জুনিয়র অস্বীকৃত ফেডারেশন পরিচালিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্য দল আসরে রাজ্যের একটি অবৈধ সংস্থা পাঠানো হয়েছিল। গরিব বেআইনিভাবে নিয়মিত দল খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মোটা পাঠাচেছ। রাজ্যের ভলিবল অঙ্কের অর্থ আদায় করার অভিযোগ খেলোয়াড়রা এই ফাঁদে পা দিচ্ছে। উঠেছে। আগামী ৭-১৩ ফেব্রুয়ারি এসব অস্বীকৃত প্রতিযোগিতায় আরও একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত অংশগ্রহণ করে কোন লাভ হবে না হওয়ার কথা। অভিযোগ, এই খেলোয়াড় দের। যে শংসাপত্র আসরেও রাজ্যের এই অবৈধ সংস্থা পাওয়া যাবে তারও কোন বৈধতা দল পাঠানোর চেষ্টা শুরু করেছে। নেই। তারপরও রাজ্যের একটি শুধু রাজ্যের গরিব খেলোয়াড়দের অবৈধ সংস্থা গরিব খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা কুকর্ম ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে মোটা করছে এমন নয়, ভিনরাজ্যের অঙ্কের অর্থ আদায় করে ওই সব খেলোয়াড়দের কাছ থেকে মাথাপিছু অস্বীকৃত আসরগুলিতে তাদের ৩ লক্ষ টাকা করে নিয়ে তাদেরকে খেলতে পাঠাচ্ছে। শুভানুধ্যায়ীরা রাজ্যের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে হকি ইন্ডিয়া-র বার বার খেলোয়াড়দের আবেদন

জাতীয় আসরে একই কায়দায় অর্থের বিনিময়ে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড দের রাজ্যের জার্সি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার ভলিবলের ক্ষেত্রেও এভাবেই মুনাফা অর্জনের চেষ্টা শুরু করেছে ওই অবৈধ সংস্থা। রাজ্য ভলিবলের শুভানুধ্যায়ীরা খেলোয়াড়দের সাবধান থাকার কথা বলছেন। তারা যাতে কোন ফাঁদে পা না দেয় তার আবেদনও জানিয়েছেন।এই সময়ে ভলিবল ফেডারেশনের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই ফেডারেশনের নামে যেসব প্রতিযোগিতা হয় সবগুলি অবৈধ। তাই ওই সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও খেলোয়াড়দের কোন লাভ হবে না। যদিও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে তাদের ব্যবসার পরিমাণ বাড়িয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

মম্বাই. ২৮ জানয়ারি।। ভারতীয় দলের কোচের পদ ছাড়ার পর রবি শাস্ত্রী ফিরতে পারেন নিজের পুরনো পেশা ধারাভাষ্যে। দেশের মাটিতে শাস্ত্রীর সম্পর্ক এখন একেবারেই শাস্ত্রীর ধারাভাষ্যকার পদে ফিরতে পারে সে জল্পনাও ছিল। কিন্তু তেমনটা হল না। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজের ধারাভাষ্যকারদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। তাতে নাম নেই শাস্ত্রীর। বোর্ডের তরফে যে সাতজন ইংরাজি ধারাভাষ্যকারের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা হলেন, সুনীল গাভাসকর, লক্ষ্মণ শিবরামকষ্ণণ, হর্ষ বোগলে, দীপ দাশগুপ্ত, মুরলী কার্তিক এবং অজিত আগরকর। শাস্ত্রীকে কেন রাখা হল না এই তালিকায় ? বোর্ডের বক্তব্য, শাস্ত্রীর নিজেরই এখন সময় নেই ধারাভাষ্য করার। তিনি আপাতত ব্যস্ত ওমানে লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের কমিশনার হিসাবে। যদিও. ক্রিকেট মহলের কেউ কেউ মনে করছেন, বোর্ডই চাইছে না শাস্ত্রী এখন কমেন্ট্রি বক্সে বসুন। ভারতীয়

দলের কোচের পদ ছাড়ার পর শাস্ত্রী বারবার বোর্ডের বিরুদ্ধে মুখ সিরিজেও ধারাভাষ্যকর হিসাবে খুলছেন। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে বসে যদি শাস্ত্রী 'প্রিয় ছাত্র' কোহলিকে নিয়ে তেমন বিস্ফোরক কিছু বলে দেন, তাহলে অস্বস্তিতে পড়তে হবে বিসিসিআইকেই। সম্বত সেকারণেই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে বা বিসিসিআই। শোনা যাচ্ছে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নয়,

আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেই ফের তাল নয়। কোহলিকে নিয়েও চলছে আরও অন্তত মাস দু'য়েক। যদিও শাস্ত্রীকে মাইক হাতে দেখা যেতে টানাপোডেন। এই পরিস্থিতিতে এই সিরিজগুলিতে কোনও বেসরকারি চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি করে বিশেষজ্ঞ বা বিশ্লেষকের ভমিকায় আসতেই পারেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ। যদিও, শাস্ত্রী নিজে কী চাইছেন তার উপর সবকিছ নির্ভর করছে। তবে. শাস্ত্রী যদি ধারাভাষ্যে ফিরতে চান, তাঁকে যে অনেক বেসরকারি সংস্থাই চাইবে, তাতে সংশয় নেই।

ঘরের মাঠে আসন্ন শ্রীলঙ্কা

দেখা যাবে না শাস্ত্রীকে। অর্থাৎ



ফুটবল ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্য ক্রীড়া প্রশাসনে কোন সরকারি নির্দেশ নেই

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ বলা হয় যে, ফুটবল ক্লাবগুলিকে টিএফএ-র ২০২১ সিজনের ঘরোয়া 'সি' ডিভিশন লিগি শেষে। 'বি' ডিভিশন লিগ এবং মহিলা লিগ ফুটবলও শেষ। সিনিয়র লিগ ফুটবলও এখন মাঝ পথে। ঘোষণা ছিল যে, টিএফএ-র অনুমোদিত ফুটবল ক্লাবগুলিতে রাজ্য সরকার থেকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত না ক্রীড়া দফতর না ক্রীড়া পর্যদে এই সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সরকারিভাবে জমা পড়েছে বলে বিশেষ সূত্রে খবর। জানা গেছে, টিএফএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই কমিটির এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। সাক্ষাৎকারে টিএফএ-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু দাবি-দাওয়া ও কিছু প্রস্তাব রাখা হয়।

সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।যদিও সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা প্রচার দফতর থেকে এনিয়ে কোন ঘোষণা ছিল না। তবে টিএফএ-র তরফে যারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারে ছিলেন তারা অবশ্য জানান যে, টিএফএ-র ক্লাবগুলিকে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ঘটনা হচেছ, ইতিমধ্যে টিএফএ-র 'সি' ডিভিশন লিগ শেষ, 'বি' ডিভিশন লিগ ও মহিলা লিগ ফুটবলও শেষ। সিনিয়র লিগ মাঝ পথে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্লাবগুলির কাছে কোন সরকারি সাহায্যের টাকা পৌঁছায়নি।জানা গেছে, টিএফএ-র ফুটবল ক্লাবগুলিকে সরকারিভাবে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে

ক্রীড়া দফতরের এক আধিকারিক জানান, তাদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোন সরকারি নির্দেশ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেও কোন কাগজ ক্রীড়া দফতরে আসেনি। এই প্রসঙ্গে টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, আমি সেদিন ছিলাম না ফলে আসলে কি হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে নাকি ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হবে। তবে কবে দেওয়া হবে, কত টাকা দেওয়া হবে তা জানা নেই। অবশ্য ক্লাবগুলিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে, তারা আদৌ কোন টাকা পাবে কি না বা পেলে কত টাকা পাবে। যেহেতু এনিয়ে কোন সরকারি ঘোষণা এখন পর্যন্ত নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, পরবর্তী সময়ে টিএফএ-র তরফে এই সংক্রান্ত কোন নির্দেশ না ক্রীড়া তাই ফুটবল মহল সন্দিহান যে, দফতরে রয়েছে না ক্রীড়া পর্ষদে। আদৌ ক্লাবগুলি টাকা পাবে কি না বা পেলে কত টাকা পাবে এবং কবে নাগাদ টাকা পাবে। ক্লাবগুলি অবশ্য আশাবাদী, বিশেষ করে ছোট ছোট ফুটবল ক্লাবগুলি। তাদের মতে, ৫০ হাজার টাকাও যদি পাওয়া যায় তাহলে তাদের অনেকটা সুবিধা হবে। আগামী মার্চ মাসে যে দলবদল হওয়ার কথা তাতে ৫০ হাজার টাকার সরকারি সাহায্য পাওয়া গেলে ভালো।তবে ঘটনা হচেছ, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে টিএফএ-র পদাধিকারীদের সাক্ষাৎকার আজ অনেক দিন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও না টিএফএ না ক্রীড়া দফতর না ক্রীড়া পর্যদে কোন সরকারি নির্দেশ এসেছে ক্লাবগুলিকে সরকারি সাহায্য বা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে

কোন সরকারি সাহায্যের ইস্যুতে। । নির্বাসনের শাস্তি দিয়েছে আইসিসি।

টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট শুরু ১০ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ আগামী ১০ ফব্রুয়ারি থেকে সোনামুড়ায় শুরু

হবে টুয়েন্টি-২০ এসপিএল নক্আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। শুক্রবার অ্যাসোসিয়েশনের অফিস গৃহে এই উপলক্ষ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পে**শ** করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সোনামুড়াবাসী ক্রীড়াঙ্গন থেকে অনেক দূরে। খেলাধুলার জগৎ-এ সোনামুড়ার পুরোনো মর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদানের জন্য উদ্যোক্তারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি বাবদ পাবে ১ লক্ষ টাকা। রানার্সআপ দল পাবে ৫০ হাজার টাকা। স্পোর্টিং মাঠে আসরের ম্যাচগুলি হবে। পাশাপাশি মেলাঘর বয়েজ স্কুল মাঠেও খেলা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ম্যাচ পরিচালনা করবেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আম্পায়াররা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিঞা, কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুপঙ্কর সরকার, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব বুদ্ধ পাল, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা।

নিৰ্বাসিত জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট<u>া</u>র

হারারে, ২৮ জানুয়ারি।। কড়া শাস্তি

হল ব্রেন্ডন টেলেরের। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে তাঁকে সাড়ে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করল আইসিসি। জিম্বাবোয়ের এই ক্রিকেটার আইসিসি-র আচরণবিধির মোট চারটি ধারা লঙ্ঘন করেছেন। কিছু দিন আগেই এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার স্বীকার করেছিলেন, তিনি এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। পাশাপাশি এটিও জানিয়েছিলেন, তিনি ক্রিকেটের সঙ্গে তঞ্চকতা করেননি। কিন্তু আইসিসি-র তদন্তে টেলর দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। আইসিসি জানিয়েছে, টেলর অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং শাস্তি মেনে নিয়েছেন। গত ২৪ জানুয়ারি টেলর টুইটারে লিখেছিলেন, 'গত দু' বছর ধরে একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। পরিস্থিতি আমাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে এবং মানসিক ভাবে অত্যন্ত প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি আমি গোটা ব্যাপারটা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে জানাই এবং তাদের ভালবাসা ও সমর্থনে আজ সবাইকে এই ঘটনাটা জানাতে চাই।'ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে টেলর লিখেছিলেন, '২০১৯-এর অক্টোবরের শেষের দিকে ভারতের এক ব্যবসায়ী আমাকে স্পনসরশিপ এবং জিম্বাবোয়েতে চালু হতে চলা একটি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কথা বলতে সে দেশে যেতে বলেন। আমাকে মোটা টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একটু ভীত ছিলাম। কিন্তু গত ছ' মাস ধরে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট আমাদের একটাও টাকা না দেওয়ায় এটাও মাথায় আসছিল যে, আদৌ জিম্বাবোয়ে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে পারবে কি না।'এর পর তিনি লিখেছিলেন, আমি ভারতে যাই। ওদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং ফিরে আসার আগে শেষ রাতে হোটেলে আমার জন্য ওই ব্যবসায়ী এবং তাঁর সহকর্মীরা একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। মদ্যপানের পর ওঁরা সরাসরি আমাকে কোকেন নেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং নিজেরাও কোকেন নিতে থাকেন। আমি বোকার মতো কোকেন নিয়ে ফেলেছিলাম। অন্তত লক্ষ বার এই ঘটনাটা নিয়ে ভেবেছি এবং কী ভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছি।' টেলরের দাবি ছিল, তাঁর কোকেন নেওয়ার ছবি তুলে রাখা হয় এবং ব্ল্যাকমেল করে ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। তবে টেলর এটাও জানিয়েছিলেন, তিনি কোনও দিন ম্যাচ গড়াপেটা করেননি এবং ঘটনার কিছু দিন পরেই আইসিসি-কে গোটা ব্যাপারটি জানিয়েছিলেন। টেলরের এই দাবি ধোপে টেকেনি। আইসিসি-কে দেরি করে

দুই পর্যায়ে রঞ্জি ট্রফির ভাবনা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হতে পারে রঞ্জি টুফি। তবে <mark>জানুয়ারি।।</mark> করোনা পরিস্থিতিতে দুই ধাপে রঞ্জি ট্রফি আইপিএল শেষ হওয়ার দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ নক আউট হতে পারে।এমন ইঙ্গিত দিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। পর্ব শুরু হবে। সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, দৈনিক গত ১৩ জানুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা পজিটিভিটি রেট ক্রমশ কমছে। পাশাপাশি গোটা দেশে ছিলো। তবে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থতার কথাও উল্লেখযোগ্য। বোর্ড বাধ্য হয়ে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত করে দেয়। পরিস্থিতির বর্তমান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতি কিছটা উন্নতি হওয়ায় ফের রঞ্জি টুফি নিয়ে ভাবনাচিন্তা আগের চেয়ে অনেক ভালো। সমস্ত ধরনের ঝঁকিকে শুরু করেছে বোর্ড। সচিব জয় শাহ সমস্ত স্বীকৃত দুরে সরিয়ে রেখে জোর সুরক্ষা বলয়ে দুই ধাপে রঞ্জি সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি কিছুটা ট্রফির ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। করোনা পরিস্থিতির অনুকূল হওয়ায় আমরা রঞ্জি ট্রফি নিয়ে ফের আলোচনা 🛮 উন্নতি হচ্ছে। এই অবস্থা বহাল থাকলে সম্ভবত শুরু করেছি। একদিন আগে ভার্চুয়াল সভা হয়। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে রঞ্জি ট্রফি।আইপিএলের আগে প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিব জয় শাহ এতে পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের খেলা হবে। এরপর আইপিএল শেষ উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৭ মার্চ থেকে নির্ধারিত হলে দ্বিতীয় পর্বের খেলা হবে। টানা দুই বছর রঞ্জি ট্রফি সময়েই আইপিএল শুরু হবে। এই অবস্থায় বন্ধ থাকলে জাতীয় দল গঠনে সমস্যা হবে। তাই বোর্ড ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে দুই 🛮 প্রথম সুযোগেই রঞ্জি ট্রফি করার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ধাপে রঞ্জি ট্রফি করার পরিকল্পনা করছে বোর্ড। শুরু করেছে।সচিব জয় শাহের চিঠিতেই এটা পরিষ্কার।

রামকৃষ্ণ ক্লাবের জয়রথ ছুটে চলেছে

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রথম ডিভিশন লিগে রামনগরের রামকৃষ্ণ ক্লাবের চমক অব্যাহত। অপ্রতিহত গতিতে ছটে চলেছে তাদের জয়রথ। শুক্রবার তাদের কাছে পরাস্ত হলো বীরেন্দ্র ক্লাব। সূতরাং পাঁচ ম্যাচের পর লিগ তালিকায় শীর্ষে পৌছে গেলো দলটি। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাব ২-১ গোলে পরাস্ত করলো বীরেন্দ্র ক্লাবকে। এদিনও পার্থক্য গড়ে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাবের উত্তরবঙ্গের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ফুটবলাররা। রাখাল শিল্ডে একটি মূল শক্তি হলো উত্তরবঙ্গের ম্যাচ দেখে তাদের দক্ষতা বোঝা যায়নি। প্রবীণ সুববা বা সত্যম শর্মা-রা রাখাল শিল্ডে সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। অবশ্য একদিনও দলের সাথে অনুশীলন না করে খেলতে নেমে পডেছিল তারা। পরবর্তী সময়ে দলের সাথে কিছদিন অনুশীলন করার পরই তাদের আসল খেলাটা ফটে উঠেছে। বেশ কয়েকজন তরুণ স্থানীয় ফুটবলারও এবার রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে ভালো খেলছে। তবে বলতেই হবে, দলের

ফুটবলাররা। এগিয়ে চল সংঘের মতো বড় বাজেটের দলও রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি। এককথায় চলতি লিগে বড় চমকের নাম রামকৃষ্ণ ক্লাব। একটা সময় শহরের ফুটবলে নামকরা শক্তি ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে ফুটবল নিয়ে ক্লাব কর্তাদের আগ্রহ কিছুটা কমেও গিয়েছিল। আসলে বেশ কয়েক বছর টানা তৃতীয় ডিভিশনে খেলতে হয়েছিল রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। ●এরপর দুইয়ের পাতায়



ফের শিবির, বিস্মিত ক্রিকেট মহল

দিকেও ব্যাঙ্গালুরুতে নেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ছিল করে আজীবন সদস্য,

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ক্রিকেটাররা। হঠাৎ করে তাদের কন্ডিশনিং-র দরকার জানুয়ারিঃ যেখানে প্রতিযোগিতা চালু করা সর্বাগ্রে পড়লো কেন—এই বিষয়টাই বুঝতে পারছেন না প্রাক্তন প্রয়োজন ছিল সেখানে একের পর এক শিবিরের 🛭 ক্রিকেটাররা। ইতিমধ্যেই যারা বেশ কিছু জাতীয় আয়োজন করছে টিসিএ।স্বভাবতই ক্রিকেট মহল তাদের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে ফেলেছে তাদের ফিটনেস উদ্দেশ্য নিয়ে ধন্দে পড়েছে। বলাইবাহুল্য, নিয়ে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। পাশাপাশি ক্রিকেটপ্রেমীরা রীতিমত বিস্মিত টিসিএ-র এই ক্রিকেটাররা অনেক বেশি পেশাদার। ম্যাচ না থাকলেও অপেশাদার কার্যকলাপে। দেশে করোনা পরিস্থিতি বেড়ে তারা নিজেরাই নিজেদের ফিটনেস লেভেল ঠিক রাখার যাওয়ার ফলে রঞ্জি ট্রফি এবং সিকে নাইডু ট্রফি স্থগিত জন্য ট্রেনিং করে। যখন দরকার ছিল ক্রিকেটারদের ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। রঞ্জি দল ব্যাঙ্গালুরুতে আরও বেশি করে ব্যাট-বলের সাথে সংযোগ ঘটানে গিয়েও ফিরে এসেছে। খুব সহসা এই দুইটি জাতীয় তখন ফের কন্ডিশনিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে টিসিএ আসর অনুষ্ঠিত হবে সেই সম্ভাবনা দেখছে না ক্রিকেট বুঝিয়ে দিলো, তারা ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে আদৌ মহল। এই অবস্থায় টিসিএ হঠাৎ করে রঞ্জি এবং সিকে 🛮 উৎসাহী নয়। শুধুমাত্র ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখ বন্ধ নাইডু ট্রফির জন্য কন্ডিশনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে। করতেই এই ধরনের সক্রিয় আচরণ করছে তারা। রাজ্য সরকার এখনও ক্রীড়াক্ষেত্রকে স্বাভাবিক রেখেছে। এতে করে আর যাই হোক ক্রিকেটের কোন উন্নতি ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা যখন নেই হবে না। এমনিতেই গত কয়েক মাস ধরে একের তাহলে শিবিরের বদলে কেন ক্রিকেটারদের পর এক শিবির অনুষ্ঠিত করে চলেছে টিসিএ। প্রতিটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া 🏻 শিবিরের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে না। রঞ্জি দলের জন্য ২২ জন এবং সিকে নাইডু হলো, এটাই কি আসল কারণ? গত কয়েক মাসে দলের জন্য ৪৪ জন সবমিলিয়ে ৬৬ জন ক্রিকেটারকে যতগুলি শিবির পরিচালনা করেছে টিসিএ সেই এই কভিশনিং ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে। ঘটনা হলো, তিন সময়ে সমস্ত ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পন্ন মাস আগে থেকেই এই ক্রিকেটাররা বিভিন্ন কন্ডিশনিং করা যেতো। কিন্তু তার বদলে শিবিরের ব্যবস্থা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে চলেছে। চলতি মাসের প্রথম - করেছে। স্বভাবতই প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু

নিশানায় টিসিএ-র বর্তমান কমিটি মহকুমা ক্রিকেট আজ পঙ্গু হওয়ার পথে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অভিযোগ, ২০১৯ সালের এই প্রসঙ্গে মহকুমা ক্রিকেটের আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে মহকুমা ক্রিকেটের প্রতি চরম বঞ্চনার অভিযোগ। যদিও টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলে আটজন মহকুমা প্রতিনিধি রয়েছেন। জানা গেছে, অতীতে নাকি টিসিএ-র কার্যকরী কমিটি বা অ্যাপেক্স কাউন্সিলে এত সংখ্যক মহকুমা প্রতিনিধি ছিলেন না।তবে বৰ্তমান কমিটিতে আটজন মহকুমা প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও তিন বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট। দুই বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রিকেট। দুই বছর ধরে বন্ধ মহকুমাস্তরের ক্লাব ক্রিকেট। টিসিএ-র এক প্রাক্তন সচিব বলেন, অতীতে মহকুমাকে সামনে রেখেই রাজ্য ক্রিকেটে কাজ হয়েছে। মহকুমাগুলিতে শুধু যে ব্যাপকভাবে খেলাধুলার (ক্রিকেট) উদ্যোগ ছিল তা নয়। অনেক মহকুমাতে ক্রিকেট মাঠ তৈরি, ক্রিকেট ড্রেসিং রুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল টিসিএ থেকে। নিয়মিত হতো রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট, মহিলা ক্রিকেট। এছাড়া তো রাজ্যভিত্তিক অনুধর্ব ১৩, ১৫

সেপ্টেম্বর মাসে যখন টিসিএ-র বর্তমান কমিটি গঠন করা হয় তখন নাকি টিসিএ-তে রাজনীতি বিশেষ করে গেরুয়া রং দেখে কমিটি হয়। ফলে আটজন মহকুমার প্রতিনিধি টিসিএ-তে এলেও তাদের নাকি শাসক দলের বন্দনা করাই কাজ। টিসিএ সভাপতি তথা শাসক দলের সভাপতির সামনে কোন কথা বা প্রতিবাদ করার সাহস নেই। ফলে ৩৬ মাস বয়সি কমিটির ২৮-২৯ মাসেও কোন রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট না হলেও কোন আওয়াজ নেই। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রিকেটের খবর নেই দুই বছর ধরে। দুই বছর ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। জানা গেছে, বাম আমলে একটি সিজনে এক-একটি মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নাকি টিসিএ থেকে প্রায় ১০-১৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেতো। কিন্তু তিন বছর ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক মহকুমা ক্রিকেট। দুই সিজন ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। ফলে মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুদান প্রায় বন্ধ। ফলে একটা আর্থিক সংকটে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলি।

প্রতিনিধিরা বলেন, রাজনৈতিক চাপে আমাদের মুখ খোলা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় আমরা অনেকবার বলেছি কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তিনি বলেন, ক্রিকেট এখন রাজনীতি হয়ে গেছে। বাম আমলেও রাজনীতি হতো তা ক্রিকেটকে নিয়ে।কিন্তু গত ২৮-২৯ মাসে টিসিএ-তে রাজনীতি হয়েছে কিন্তু ক্রিকেট হয়নি। মহকুমা ক্রিকেটের চরম আর্থিক সংকটে এখন অনেক মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার অফিসও নাকি খোলা হয় না। এক মহকুমার ক্রিকেট সচিব বলেন, আমাদের কোন কাজ নেই। বলা হয়েছিল পুর ভোট শেষ হয়েছে দুই মাস। কিন্তু এখনও মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট বা জোনাল অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট বা অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার কোন ঘোষণা নেই টিসিএ থেকে। তিনি স্বীকার করেন যে, গত ২৮-২৯ মাসে মহকুমা ক্রিকেটকে এক প্রকার পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। তার দাবি, টিসিএ-তে এতো রাজনীতি যে এখানে ক্রিকেট বা ক্রিকেটারদের কথা কেউ চিন্তা করে না।যার ফলে মহকুমা ক্রিকেট আজ পঙ্গু হওয়ার পথে।

এবং স্কুল ক্রিকেট আছেই। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ওবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক বোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, কোন বাম কোন বিশ্বর বিশ্ব

জানানোর অপরাধে তাঁকে

নেশা কারবারিদের হাতে রক্তাক্ত প্রতিবাদী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। নেশা দ্রব্য বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় হত্যার চেষ্টা করা হলো এক যুবককে। এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে শহরের বলদাখাল এলাকার নাগরিকরা। মূল নেশা কারবারিকে পুলিশ গ্রেফতার করে না বলেও দাবি তুলেছেন তারা। এক নেশা কারবারির কারণেই গোটা বলদাখাল এলাকায় অন্ততপক্ষে ৮০জন ছাত্র নেশায় আশক্ত হয়ে পড়েছে। এই নেশা কারবারিরাই পিটিয়ে গুরুতর জখম করেছে রাজেশ মালাকারকে। স্থানীয়রা তার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে। রাজেশের মায়ের দাবি, এলাকাবাসীরা না দেখলে হয়তো তাকে হত্যা করা হতো। শুধুমাত্র নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় এই হত্যার চেষ্টা। মূল অভিযুক্তের নাম কাজল মালাকার। এলাকায় কাজলের গুন্ডাবাহিনী রয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান, গত দই বছর ধরেই কাজল ব্রাউন সুগার, হেরোইন-সহ নেশার ট্যাবলেট



বিক্রি করতে শুরু করেছে। এনিয়ে তাকে বহুবার সতর্ক করা হয়। পুলিশকেও অনেকবার ডাকা হয়েছিল। স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের নিয়েও এর জন্য বৈঠক করা হয়। তাদের সামনে লিখিত নেওয়া হয়েছিল কাজল আর নেশার ব্যবসা করবে না। কিন্তু এখন তার বাডি থেকেই প্রকাশ্যে নেশা দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। গোটা এলাকার ছোট ছোট ছেলেরা তার থেকে নেশার কৌটা কিনছে। পড়াশোনা ছেড়ে এখন উঠতি বয়সের ছাত্ররা নেশার কবলে চলে যাচ্ছে।এলাকাবাসীদের কাজল থেকে নেশার কৌটা কিনে। যে কারণে এলাকার পরিবেশও নস্ট হয়ে গেছে। এই কারণেই পুলিশের উপর বিশ্বাস হারিয়ে এলাকার কিছু যুবক নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে শুরু করেছে। এই কারণেই কাজলের নেশা কারবারি গুন্ডারা রাস্তায় রাজেশকে হত্যার চেষ্টা করেছে। এখন নেশা কারবারিদের ভয়ে রাস্তায় অনেকেই একা চলাফেরা করতে ভয় পাচ্ছে। পুলিশ সাহায্য না করলে এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হবেন বলে জানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের প্রভাবশালী

ভালো ব্যবহার করেন। নেশা ব্যবসা নিয়ে তাদের তেমন কোনও বক্তব্য নেই। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেশার বিরুদ্ধে বারবার যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বারবার আবেদনের পর শাসকদলের কয়েকজন নেতা নেশার বিরুদ্ধে অভিযানের নামে চুনোপুঁটিদের বাড়িতে অভিযান করছে। কিন্তু বড় নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ক্লাব ফোরাম, বিজেপির বিধায়ক রেবতী মোহন দাস কিংবা শাসকদলের কোনও নেতা অভিযান করেননি। শুধু দুর্বল নেশা কারবারিদের বিরুদ্দেই অভিযানে ব্যস্ত পুলিশ থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতারা। এভাবে নেশার ব্যবসা কখনোই বন্ধ করা যাবে না বলেও শহরবাসীদের অনেকের দাবি। আবার যেখানে রাজ্যে মদের কাউন্টার থেকে বার বাড়ানো হয়েছে সেই জায়গায় নেশার বিরুদ্ধে সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়েও নানা মহলে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

নেতারাও নেশা কারবারিদের সঙ্গে

শহরতলিতে মহিলার দেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা এখন ট্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকদিনই শহর এবং আশপাশ এলাকায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। আবারও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে আমতলি থানার রায় কলোনি এলাকায়। নিজের শ্বশুরবাড়িতেই ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে দুর্গা সাহা নামে ৪৫ বছরের এক বধূর দেহ। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, কি কারণে এই বধূ আত্মহত্যা করেছেন কেউ কিছু বলতে পারছেন না। দুর্গা সাহা বাড়িতে একাই ছিলেন। বাড়ির লোকজন গিয়ে দেখেন ঝুলস্ত অবস্থায় রয়েছে তার দেহটি। এদিকে রাজ্যে প্রত্যেকদিনই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে, খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা এখন নতুন চক্রান্ত তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় পুলিশও ঝুলন্ত দেহ দেখলে আর তদন্ত করার দরকার মনে করে না।

পুলিশের নিচুস্তরে ২৬ বদলি

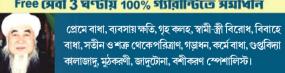
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। ইন্সপেকটরের পর এবার কনস্টেবল স্তরে ২৬জনকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা হয়েছে। শুক্রবার এই বদলির নির্দেশিকাটি জারি করেছেন রাজ্য পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙালা) অরিন্দম নাথ। বদলির তালিকায় ১০জনই মহিলা কনস্টেবল। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থানাগুলি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। ওসি স্তরের রদবদলের পর নিচুস্তরেও বদলি শুরু হয়ে গেছে। শুক্রবার যে ২৬ জন বদলি হয়েছেন তাদের প্রায় সবাই থানায় পোস্টিং পাবেন। তাদের বদলির তালিকায় চারজন রয়েছেন যারা মানবিক কারণে বদলি পেয়েছেন। এরা হলেন পুলক দেব, মরণ সাহা, র বিনা দেববর্মা, রিম্পা দেব। তাদেরকে পরিবারের কাছে বদলির সুবিধে দেওয়া হয়েছে লে জানা গেছে। রাজ্যের প্রায় ৮টি জেলাতেই এই ২৬জন বদলি হয়েছেন। শুধুমাত্র দু'জনই থানাগুলি ছাড়া জিআরপি এবং

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৩৫০

ভরিঃ ৫৬,৪০৮

ট্রাফিক ইউনিটে বদলি হলেন।

ञ्चल रेटिया अत्रन छालिक्ष Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান



घात वात्र 🗛 to Z अञ्चात्रात अञ्चाधान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান





মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন দন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্ কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সৃফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

লরি উল্টে

জখম চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।।** পাথর বোঝাই লরি উল্টে গেলো শহরের রাস্তায়। এই ঘটনাটি সার্কিট হাউসের সামনে। সম্প্রীতি ইকফাইয়ের দই ছাত্রকে শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে যান দুর্ঘটনায় অভিশপ্ত হয়ে উঠছে সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ। এদিন টি আব - ০১ - এএল - ১৮৮২ নম্বরের লরি সার্কিট হাউসের গান্ধী মূর্তির সামনে মোড় নিতেই উল্টে যায়। লরিটি উল্টে সব পাথর রাস্তায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় জখম হন লরি চালক। শুক্রবার সকালে এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে এনসিসি থানার পুলিশ। দ্রুত রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যুৎস্পর্শে আশঙ্কাজনক নিগম কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ স্পর্শ হয়ে গুরুতর জখম হলেন নিগমের এক কর্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এই বিদ্যুৎকর্মীর চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে। তার নাম বিক্রম মুড়াসিং। মতিনগরে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিক্রম জখম হয়েছিলেন। বিদ্যুৎস্পর্শে পরিবাহী লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যান তিনি। শরীরের অনেকটা অংশই ঝলসে যায়। গুরুতর অবস্থায় তাকে মেলাঘর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জিবিপি হাসপাতালে আনা হয়। শুক্রবার আহত বিদ্যুৎ কর্মীকে দেখতে জিবিপি হাসপাতালে ছুটে যান রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী সংঘের সম্পাদক স্বপন চক্রবতী-সহ অন্যরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছ। রাজ্যে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের স্বল্পতা রয়েছে বলেও স্বপনবাবু স্বীকার করেছেন।



নাইট কারফিউতে ফের চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউ

যেন লোক-দেখানোর জন্য। নাইট কারফিউতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেখানে

কঠোর থাকার কথা, সেই জায়গায় একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা

ঘটে চলেছে। বিশেষ করে চোরের দল এই সময়ে আরও বেশি তাণ্ডব

চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড় স্টেট

কাজে লাগিয়ে চোরের দল তাদের ঘরের দরজা ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার, টাকা-সহ বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে বাড়ির মালিক সুকান্ত সেন তার ভাড়াটিয়ার ঘরে দরজা ভাঙা দেখে চমকে যান। তিনি তড়িঘড়ি খবর দেন রবীন্দ্র সূত্রধরকে। তারা বাড়িতে এসে ঘরের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যান। ঘরের ভেতরে গিয়ে তারা দেখেন স্বর্ণালঙ্কার এবং টাকা উধাও। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে যায়। এদিকে, এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলছেন, নাইট কারফিউতে চোরের দল কিভাবে একের পর এক ঘটনা সংঘটিত করছে? নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোথায় ? চুরির ঘটনায় ভাড়াটিয়া রবীন্দ্র সূত্রধরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না আদৌ চুরি যাওয়া সামগ্রী এবং টাকা ফিরে পাবেন কিনা। এলাকাবাসীর আশঙ্কা চোরের দল আদৌ পুলিশের জালে ধরা পড়বে কিনা। কারণ, এর আগেও এই ধরনের চুরি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোন ঘটনারই তদন্ত শেষ করতে পারছে না। এই ঘটনাটি হয়তো ফাইলেই চাপা পড়ে থাকবে ।

ঘুম থেকে উঠে মায়ের মৃতদেহ দেখলো সন্তানরা

আত্মহত্যা তা এখনও স্পষ্টভাবে

বলা যাচ্ছে না। কারণ ময়নাতদন্তের

রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনভাবেই

ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলা যায় না।

তবে সবারই আশঙ্কা, পারিবারিক

অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের

কারণেই ঝুমা পাল আত্মহত্যা

করেছেন। তবে তার মৃত্যুর পর

সস্তানরা কিভাবে থাকবেন তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৮ জানুয়ারি।। ঘুম থেকে উঠে মায়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেল তার সন্তানরা। স্বাভাবিকভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না মৃতদেহ দেখার পর ছেলেমেয়েদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল। পরিবারটি খুবই গরিব। তাই ৩৫ বছরের ঝুমা পালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার পেছনে দারিদ্রতাকেই কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত শাসপুকুর সীমান্ত গ্রামের মরণ পালের স্ত্রী ঝুমা। স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ৬ জনের সংসার। বৃহস্পতিবার রাতে স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে এক সাথেই ভাত খেয়েছিলেন ঝুমা। পরে এক সাথেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্বামী মরণ পাল ভোর নাগাদ ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে আসেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্ত্রী বিছানায় নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে আসার পরই তার নজরে আসে স্ত্রী'র ঝুলন্ত মৃতদেহ। মরণ পালের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে সাতসকালে যাত্রাপুর থানার পুলিশ মরণ পালের বাডিতে আসে। মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশের তরফ থেকে একটি

অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের

করা হয়েছে। তবে ঘটনাটি

নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। **VISION** CONSULTANCY Admission Point MBBS/BDS/BAMS **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** II Us : 9560462263 /



ATTENTION RUBBER TRADERS AND RUBBER FARMERS

We help to get Rubber board licence, GST, MSME registration for unregistered traders. **Other Activities:**

Business development guidance, project report for PMEGP, Trade loans with or without subsidy

For Farmers only

Guidance to estate farmers for increasing yield and quality, Estate inputs, acid, mini modern smoke house etc.

For details MAA ENTERPRISE

Kumarghat, Unokoti, Tripura (M) 8974693460 / 7994669119 / 7085442220

জানা মতো, ৭০ থেকে ৮০জন ছাত্ৰ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ জানুয়ারি।। দা দিয়ে কুপিয়ে বাবাকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনা কমলপুর থানাধীন সস্তোষীয়া এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ৮০ বছরের হীরামন মালির চিকিৎসা চলছে ধলাই জেলা হাসপাতালে। শুক্রবার রাত

বাবাকে

কোপালো

ছেলে



সাড়ে ৭টা নাগাদ তার ছেলে কাজল মালি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে আসে। বাবা'র সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে কাজল। একটা সময় উত্তেজিত হয়ে কাজল দা নিয়ে তার বাবা'র উপর চড়াও হয়। দায়ের আঘাত লাগে বৃদ্ধ হীরামন মালির মাথায় এবং কোমরে। পরবর্তী সময় প্রতিবেশীরা এসে ছেলের হাত থেকে বাবার প্রাণ রক্ষা করেন। তড়িঘড়ি বৃদ্ধকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ঝুলিয়েছে।এক্ষেত্রে তার কিছুই করার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তালা ঝুলিয়েও পদ ধরে রাখতে পারলেন না প্রধান প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, विगालग्रं जिलाहीङ्खा, जि

থেকে দুপুর পর্যন্ত একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল বিশালগড় চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা রায় সরকারের বিরুদ্ধে স্বদলীয়রাই অনাস্থা এনেছিলেন। কিন্তু সেই অনাস্থা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি সবিতা রায় সরকার। তাই শুক্রবার সকালে এলাকার লোকজন নিয়ে তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে করে। পঞ্চায়েত সচিব ভেতরেই তালাবন্দি থাকেন। পরবর্তী সময় পুলিশ এসে তালা খুলে। এদিকে এদিনই সবিতা রায় সরকারের বিপরীত গোষ্ঠীর নেতারা এসে তড়িঘড়ি পরবর্তী প্রধান নির্বাচন করেন। চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান হিসেবে নিৰ্বাচিত হয়েছেন প্ৰিয়া ভৌমিক। এদিন সকালে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যখন তালা ঝুলানো হয়েছিল সবিতা রায় সরকার এসে স্বদলীয়দের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। কেন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা লাগানো হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সবিতাকে। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন এলাকার নাগরিকরা পঞ্চায়েতে তালা

বিতে নাম বদলে নেশার কারবার

অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে

রোমিও বিভিন্ন নামে জিবি বাজার

এলাকায় নেশার ব্যবসা চালিয়ে

যাচেছ। প্রকাশ্যেই পুলিশ তার

পকেটে রয়েছে বলে হুমকি দিয়ে

যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বারবার

নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন,

ওই সময়েই তাঁর সৈনিকদের

বিরুদ্ধে ঘুস নেওয়ার অভিযোগ

উঠিছে। ঘুস নিয়ে নেশা

কারবারিদেরকে রমরমা নেশা

ব্যবসা করতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

এই দফায় এতটাই আস্কারা পেয়েছে

রোমিও যে, প্রকাশ্যেই সাধারণ

নাগরিকদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

তার নেশা বিক্রির বিরুদ্ধে কেউ কথা

বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। সকাল



সদস্যরা সবিতা রায় সরকারের পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্ত যে কোন্দল কতটা বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। চরম আকার ধারণ করেছে তা তিনি নিজের ইচ্ছেমত কাজ এদিনের ঘটনায় একেবারে স্পষ্ট। করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়। এমনকী পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের সাথে তার কোন

যোগাযোগ নেই বলেও জানান

অমল দেবনাথ। কারণ যাই হোক,

আসছে।এই ধরনের ঘটনা শুক্রবার

ফের দেখা গেলো জিবি বাজার এলাকায়। চিত্র সাংবাদিক বান্টি দাস

নেশা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে খবর

করতে গেলে তার উপর আক্রমণ

করা হয় বলে অভিযোগ। রোমিও

তাকে হত্যার হুমকি দেয়। বান্টি এই

ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন

সাংবাদিক সংগঠনগুলির কাছে

অভিযোগ করেছেন। এরপরও

পলিশ রোমিওকে আটক করতে

কোনও চেষ্টা করেনি। জানা গেছে.

রোমিও দামি গাড়িতেই জিবি

এলাকায় নেশার দ্রব্য পাচার করে।

এক ব্যক্তি হয়ে চারটি নাম ব্যবহার

করে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে নেশা দ্রব্য আনতে

নিজেকে রোহন অথবা লিটন বলে

পরিচয় দেয়। আবার জিবি এলাকায়

ছোট ছোট নেশাকারবারিদের কাছে

নিজেকে রোমিও বলে পরিচয় দেয়।

তার আসল নাম সাগর বলে জানা

গেছে। প্রসঙ্গত, রোমিও নিজেও

নেশায় আসক্ত হয়ে থাকে বলে

জানা গেছে। তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ

রোগী এবং তার পরিজনরা। কিন্তু

পুলিশ এই নেশা কারবারির বিরুদ্ধে

কোনও ব্যবস্থা নেয় না কেন তা

নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বাজার

এলাকার সাধারণদের মধ্যেই।

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— ঃ যোগাযোগ করুন ঃ— Mob - 9863451923 8837086099

দোকান ভাড়া

কামান চৌমুহনীস্থিত GROUND FLOOR দোকান আনুমানিক 1100 S/F ভাড়া দেওয়া হবে। আর্থিক সম্পন্ন ব্যক্তি যোগাযোগ করিবেন।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 7640984915

Smart ছেলে ক্ৰমী West

পাইকারী ওষ্ধ এর দোকান-এর জন্য 2 জন প্রয়োজন। Qualification 10th Pass। বেতন সাক্ষাতে আলাপ হবে। Agartala, Tripura

Mob: 8787626182

কর্মখালি

'' স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা

মাসোহারা পৌছে দেন বলে বললেই হত্যা করতে এগিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। জিবি

এলাকায় নেশা দ্রব্য ব্যবসার বড়

নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমিও। নাম

বদলে উত্তেজক নেশা সামগ্রী গোটা

জিবি এলাকাতেই পৌঁছে দিচ্ছে এই

যুবক। কোথাও রোহন, লিটন

আবার সাগর নাম দিয়ে ইয়াবা

ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার, হেরোইন

পৌঁছে দিচ্ছে ছোট ছোট নেশা

কারবারিদের হাতে। পুলিশও

রোমিও'র বিরুদ্ধে কোনও ধরনের

ব্যবস্থা নেয় না। নেশা কারবারিদের

বড় মাথা হয়ে উঠা রোমিও প্রত্যেক

সপ্তাহে এনসিসি থানা এবং জিবি

ফাঁড়ির পুলিশবাবুদের পকেটে

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

© 9436940366

